নেশা

সতুবদ্যি

নেশা

["নেশা" একটা বড় প্রবন্ধের প্রথম অংশ। এই অংশে সব রকম নেশা সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু কথা বলা হয়েছে। এর পরের অংশগুলিতে প্রতিটি বিশেষ বিশেষ নেশা সম্পর্কে এককভাবে আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয় পুস্তিকার আলোচ্য বিষয় মদ এবং মদে অত্যাসক্তি (Alcoholism)।

এ প্রবন্ধে প্রশ্নকর্তা দেবু অর্থাৎ দেবব্রত ভট্টাচার্য বদ্যির ঘনিষ্ঠ সাহিত্য সহযোগী।]

সতুবদ্যি

বাউলমন প্রকাশন
২৮, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স
কলিকাতা—৭০০ ০১৯

ভূমিকা

লেখার সময় মনে হয়েছে বার বার—কার জন্য লেখা ? কারা আমার পাঠক ? তাঁরা কি মনের চিকিৎসক ?

না, এ লেখা তাঁদের জন্য নয়। তাঁরা পড়েন ইংরাজী—আমার ভাষা বাংলা। তাঁদের ভাল লাগে বেশী বলা। আমি বলি অল্প।

তা হলে ? যাঁরা নেশা করেন আমার পাঠক কি তাঁরা ?

কিন্তু তাঁদের লাভ কি ? সে পথে এগোতে নেশাই তাঁদের সহায়—লেখা নয়। সে পথ থেকে পালাতে ? সহায় তাঁদের সুস্থ চেতনা। সে চেতনা কি তাঁদের আছে ? তাঁরা কি সাবালক ?

তা হলে ? সাধারণ মানুষ ? চেতনা যাঁদের সুস্থ ? কিন্তু কোথায় পাব তাঁদের ? কার চেতনার বিকার নেই ? কোন চেতনা আহত হয় নি সার্বিক জীবনবিরোধী আক্রমণে ? পুরাণে আছে নারদ ধ্রুপদের শ্রোতা খুঁজে বেড়িয়েছিলেন ত্রিভুবনে। কোথাও না পেয়ে তাঁকে ছুটতে হয়েছিল বৈকুণ্ঠে। ধ্রুপদের শ্রোতা পেলেন—নাম তাঁর নারায়ণ। বৈকুণ্ঠে যেতে কিন্তু বদ্যি এখন রাজী নয়। নারায়ণের দেখা পাবার লোভেও নয়। শুনেছি ও পথে রিটার্ণ টিকিট নেই।

তবে নরের ভিতরেই নাকি নারায়ণ লুকিয়ে থাকেন। নারায়ণের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ নাকি চেতনাতে। গীতায় ভগবান তো সে কথাই বলেছেন।

সেই চেতনাকে যারা আঘাত করছে তারা চেষ্টা করছে ধ্বংস করতে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে। না থুড়ি—শুধু মানুষ কেন তারা চেষ্টা করছে সমগ্র জীবনকে ধ্বংস করতে।

তাইতো ভরসা, মানবতার শত্রু, চেতনার শত্রু এই মাদকের কাহিনীর শ্রোতা হয়তো পাব নরের ভিতরে—নারায়ণের ভিতরে।

তাঁদের ভিতরে রয়েছেন তাঁরা যাঁরা দেখেছেন পরিবার পরিজন, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনের সর্বনাশ করছে মাদক। হয়তো আছেন অনেক মাদকাসক্ত যাঁরা স্বল্প-স্থায়ী সুস্থ অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন অবিকৃত চেতনার।

তাঁরা যদি জানতে চান কে তাঁদের চেতনার শত্রু, কে তাঁদের জীবনের শত্রু, শত্রু কে সমগ্র জীবনের, যদি তাঁদের জানতে ইচ্ছা হয় - কেমন সে শত্রুর আকৃতি, কি তার প্রকৃতি, কেন তারা সবল, কোথায় তারা দুর্বল তখন হয়তো ডাক পড়বে বৃদ্ধ এই বদ্যির।

এ বলা রইলো তাঁদের জন্য, সেই চরম মুহূর্তের জন্য।

বদ্যির এ বলা যারা নেবে তারা বদ্যির সহমরমী, হয়তো সহকর্মীও বটে।

—আর সবাই তারা বদ্যির বান্ধব। পরম বান্ধব।

সত্যবদ্যি

নেশা

নেশার সংজ্ঞা—মাদকের সংজ্ঞা—মাদকের তালিকা

দেবু : নেশা বলতে আমরা কি বুঝি?

বাদ্য : নেশা শব্দের ব্যুৎপত্তি আরবি। স্বাভাবিকের চাইতে বেশী যে কোনো আকর্ষণকেই বাংলায় নেশা বলা হয়। মদের নেশা, গাঁজার নেশা যেমন নেশা, তাসের নেশা, রেসের নেশাও তেমনি নেশা। আবার পড়ার নেশা, গানের নেশাও নেশা। বাঙলা ভাষায় নেশা শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক।

দেবু : এরা সবাই কি চিকিৎসার জন্য আপনার কাছে আসে?

বাদ্য : আসে বৈকী! গত এক বছরে জুয়ার নেশার জন্য রুগী এসেছে, রুগী এসেছে গানের নেশার জন্য।

আসলে, লোকটির আচরণে যখনই তার পরিবার, সমাজ কিংবা কোনো কোনো সময়ে সে নিজে বিপন্ন বোধ করে তখনই খোঁজ পড়ে একটি মুস্কিল আসানের। তিনি পুলিশ কিম্বা আদালত হতে পারেন, হতে পারেন পাড়ার মাতব্বর কিম্বা বাড়ির গুরুজন, গুরুদেব, ধর্মীয় সংস্থা অথবা ভগবান।

দেবু : আপনাদের কাছে আসেন না?

বাদ্য : আসেন বৈকি। আমাদের অর্থাৎ মানসিক চিকিৎসকদের সংখ্যা এত কম যে বেশীর ভাগ মানুষ আমাদের খোঁজ খবর রাখেন না. আবার উল্টো দিক দিয়ে বলা যায় সংখ্যা কম থাকার দরুণ সাধারণ লোক আমাদের কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা সম্পর্কে অল্পই জানেন। তবুও বড় বড় শহরে—কিছু শিক্ষিত উচ্চবিত্ত লোক আমাদের কাছে আসেন।

দেবু : আমি জানতে চাইছি সোজাসুজি নেশার খবর—ইংরাজী ভাষায় যাকে বলে ড্রাগ এ্যাডিকশান তার খবর।

বাদ্য : নেশার জিনিষ বলতে আমরা বুঝি এমন জিনিষ যাতে নেশা হয়। কিন্তু যে সমস্ত নেশা কোনো রসায়ন ছাড়া হয় যেমন জুয়া, রেস, গান ইত্যাদি সেগুলি এখন আপনি বিচারের বাইরে রাখতে চান এই কি আপনার বক্তব্য?

দেবু : ঠিক তাই।

বাদ্য : কিন্তু এক্ষেত্রেও সমস্যা রয়েছে। ইংরাজী ড্রাগ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ভেষজ কিম্বা ওষুধ। অর্থাৎ যে রসায়ন রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসকরা রোগীদের ব্যবস্থা দেন সেই একই শব্দে এখন নেশার জন্য ব্যবহৃত রসায়নকে অভিহিত করা হয়। কিন্তু বাংলায় সেরকম কোনো শব্দ এখনো নেই। তাছাড়া, এমন বহু রসায়ন রয়েছে যেগুলো কখনোই চিকিৎসকরা ব্যবস্থাপত্রে লেখেন না, অথচ নেশার জন্য তার চাহিদা প্রচুর।

দেবু : যেমন ?

বদ্যি : গাঁজা, সিদ্ধি, চরস এগুলো কি কোনো চিকিৎসক ব্যবস্থা দেন ? আবার এগুলো ছাড়াও এমন রসায়ন আছে যা নেশার জন্য কখনো ব্যবহার করা হবে বলে কেউ ভাবতেই পারেনি অথচ সেগুলোও এখন ব্যবহার হয় নেশা করার জন্য।

দেবু : যেমন ?

বদ্যি : আমেরিকায় বহু ছেলেমেয়ে এখন আঠার জন্য ব্যবহৃত এক রকম গঁদ নস্যির মতো ব্যবহার করে। তখন নির্দোষ একটি পদার্থ পরিণত হয় মাদকে।

দেবু : এই তো একটা শব্দ পাওয়া গিয়েছে—মাদক। ড্রাগ-এর বদলে মাদক শব্দ ব্যবহার করলে কি হয় ?

বদ্যি : একটু আগের আলোচনায় আমরা খুঁজেছিলাম এমন একটি শব্দ যে শব্দে কখনো বোঝাবে নির্দোষ ভেষজ আবার কখনো বোঝাবে সদোষ মাদক।

দেবু : তা সত্ত্বেও মাদক শব্দ গ্রহণ করলে আলোচনাটা আরো সহজসাধ্য হবে।

বদ্যি : বেশ, গ্রহণ করলাম।

দেবু : আমরা সাধারণ মানুষ নেশা বলতে মাদকের নেশাই বুঝি—কিন্তু সেই মাদকের নেশার কি কোনো বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় ?

বদ্যি : কাপলান সাহেবের আমেরিকান বইয়ে নেশা অর্থাৎ এ্যাডিকশন এর সংজ্ঞা দেওয়া আছে—

"কোনো পদার্থে এমন অভ্যস্ত হওয়া যে সে পদার্থের অভাব ঘটলে সার্বিক অস্বস্তির লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং সেই পদার্থ বারংবার গ্রহণের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়।"

দেবু : তা হলে তো আপনি ঐ পদার্থ অর্থাৎ মাদক গ্রহণ যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত অসুবিধা সৃষ্টি করে তার উল্লেখ করলেন না।

বদ্যি : এ সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (W H O) সংজ্ঞা আরও বিস্তৃত : নেশাগ্রস্ত হওয়ার অর্থ কোনো পদার্থ গ্রহণের ফলে বার বার ঘটে কিম্বা দীর্ঘস্থায়ী হয় এই রকম প্রমত্ত অবস্থা। এর বৈশিষ্ট্যের ভিতরে রয়েছে—

(এক) পদার্থটি গ্রহণ করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন এবং যে কোনো উপায়ে সে জিনিষটি সংগ্রহ করার অদমনীয় প্রচেষ্টা।

(দুই) পদার্থটি গ্রহণের মাত্রা বাড়ানোর প্রবণতা।

(তিন) পদার্থটির উপর মানসিক নির্ভরতা এবং সেই পদার্থের ক্রিয়ার প্রতি এক ধরণের শারীরিক নির্ভরতা।

(চার) ব্যক্তি এবং সমাজের প্রতি অনিষ্টকর ক্রিয়া।

অভ্যস্ত (Habituation) হওয়ার সংজ্ঞা

একটি পদার্থ বার বার গ্রহণের ফলে এমন অবস্থা সৃষ্টি হওয়া যার বৈশিষ্ট্যের ভিতরে রয়েছে—

(এক) যে ভালো লাগার বোধ এই পদার্থ সৃষ্টি করে সেই বোধকে ধরে রাখার জন্য পদার্থটি নেবার আকাঙ্ক্ষা কিন্তু অদম্য আকাঙ্ক্ষা নয়।

(দুই) মাত্রা বাড়ানোর কোনো প্রচেষ্টার অভাব কিম্বা সামান্য প্রচেষ্টার অস্তিত্ব।

(তিন) পদার্থটির উপর খানিকটা মানসিক নির্ভরতা কিন্তু শারীরিক নির্ভরতার অভাব। সুতরাং সে পদার্থ গ্রহণ বন্ধ করলে শারীরিক কোনো অসুবিধা হয় না।

দেবু : নেশাগ্রস্ত হওয়া এবং অভ্যস্ত হওয়া এ দুটো অবস্থার পার্থক্য আর একটু ব্যাখ্যা করবেন ?

বদ্যি : বাঙালী চাষী সকাল বেলা এক সানকি পান্তা খেয়ে মাঠে যায়। পান্তা না দিয়ে শালপাতায় আটার রুটি দিলে সে শুধু পান্তার অভাবই বোধ করবে না, পোড়ামাটির সানকির জন্যও তার মনটা খুঁত-খুঁত করবে। এটা তার অভ্যাসের জন্য। কিন্তু শারীরিক অসুবিধা তার কিছু হবে না।

তবে তার যদি সন্ধ্যে বেলা মাঠ থেকে ফিরে রোজ এক হাঁড়ি করে পচাই খাওয়ার নেশা থাকে তা হলে হঠাৎ সে নেশা বন্ধ করলে তার শারীরিক এবং মানসিক সার্বিক অসুবিধা হবার সম্ভাবনা।

প্রথমটিকে আমরা বলি অভ্যস্ত হওয়া আর দ্বিতীয়টিকে আমরা বলি নেশাগ্রস্ত হওয়া।

দেবু : আপনারা কি এই সূক্ষ্ম বিভাজন সব সময় করতে পারেন ? অর্থাৎ কোনটা নেশাগ্রস্ত হওয়া আর কোনটা অভ্যস্ত হওয়া ?

বদ্যি : সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, আমরা পারি না। সেই জন্য বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থা পরে মাদক নির্ভরতা বলে একক নামই উপস্থিত করেছেন। এই মাদক নির্ভরতা আসলে একটি রোগগোষ্ঠী। একক একটি রোগ নয়।

ডাক্তাররা কিন্তু দুটি বিভিন্ন সংজ্ঞার প্রয়োজন এখনও বোধ করেন। কারণ, মাদক বিরতি করার সময় কোনটা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করা যাবে আর কোনটা ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সাবধানে ধীরে ধীরে বন্ধ করতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে হলে পৃথক সংজ্ঞার প্রয়োজন হয়।

কিন্তু এর ভিতরে কোনো সংজ্ঞাকেই বৈজ্ঞানিক অর্থে শেষ কথা বলা যায় না। প্রতিটি নেশা, প্রতিটি আকর্ষণ, প্রতিটি বিকর্ষণের সঙ্গে মানবিক ভাবাবেগ এমনভাবে জড়িত যে জড়বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব।

দেবু : অর্থাৎ ?

বদ্যি : যেমন ধরুন, সিগারেট, জর্দা ইত্যাদি তামাকঘটিত মাদক। এগুলি দেহের পক্ষে মদের চাইতে কোনো অংশেই কম ক্ষতিকর নয়। অথচ, যে কোনোভাবে তামাকের নেশা যাঁরা করেন সমাজে তাঁরা নেশাখোর বলে পরিচিত নন।

পাশ্চাত্য দেশে, এমন কি, এ দেশেও কোনো কোনো ছোটো-খাটো সমাজে মদ খাওয়া দূষণীয় অভ্যাস নয়। যাঁরা মদ খান কিন্তু কোনো সমস্যার সৃষ্টি করেন না—তাঁরা নেশাখোর বলে পরিচিত নন।

অথচ, চিকিৎসকের সংজ্ঞায় দুটো অভ্যাসই মারাত্মক নেশার পর্যায়ে পড়ে।

সুতরাং, নেশার সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

দেবু : আপনি এতক্ষণ অনেকগুলো শব্দ ব্যবহার করলেন যেমন, রসায়ন, পদার্থ, মাদক ইত্যাদি। এই সমস্ত মাদকদ্রব্যের কি কোনো সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব ?

বদ্যি ঃ চিকিৎসকেরা এখন লক্ষ লক্ষ রসায়ন ব্যবহার করেন তার ভিতরে কোনটা মাদক হিসাবে ব্যবহৃত হবে বলা মুশ্কিল।

আধুনিক ভেষজ বিজ্ঞানীরা কোনো রসায়নকে ওষুধ হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি দেবার আগে সেগুলি মাদকে পরিণত হবার আশঙ্কা নিয়ে নানা পরীক্ষা করে থাকেন। তবে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা এখনো সম্ভব নয়। তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে নেশার জন্য অনেক সময় লোকে এমন জিনিষ ব্যবহার করে যা কোনো দিনই কোনো চিকিৎসক রোগীর ব্যবস্থাপত্রে লিখবেন না।

দেবু ঃ আপনি তো ব্যাপারটাকে আরো গুলিয়ে দিলেন। নেশা করা যেতে পারে এ রকম রসায়নের কোনো সংজ্ঞা দেওয়া কি একেবারেই সম্ভব নয়?

বদ্যি ঃ আপনিই তো সংজ্ঞা দিলেন, যে সমস্ত রসায়ন দেহের ক্রিয়া-কলাপে পরিবর্তন ঘটাতে পারে তার ভিতরে কিছু ব্যবহার করা হয় চিকিৎসার জন্য, কিছু ব্যবহার করা হয় নেশার জন্য আর কিছু ব্যবহার করা হয় দুয়েরই জন্য।

সুতরাং যা দিয়ে নেশা করা যায় তাকেই বলা উচিত মাদক।

দেবু ঃ তাহলে আপনি বলছেন মাদকে পরিণত হতে পারে এ রকম বহু রসায়ন রয়েছে।

বদ্যি ঃ ঠিক তাই। কোন রসায়ন কার কাছে মাদকে পরিণত হবে সেটা নির্ভর করে রসায়ন এবং ব্যক্তির পরস্পর প্রতিক্রিয়ার উপর। তাছাড়া মানুষটির পছন্দ, প্রাপ্তির সম্ভাবনা, সামাজিক অনুমোদন ইত্যাদি বহু আনুষঙ্গিক কারণও রসায়নকে মাদকে পরিণত হতে সাহায্য করে।

দেবু : মানুষটির পছন্দ বলতে আপনি কি বোঝেন?

বদ্যি ঃ মাদক দেহের উপর এমন ক্রিয়া করে যার ফলে ব্যক্তির বোধ এবং আচরণের পরিবর্তন হয়। যেমন—আরামপ্রদ শিথিলতা, অলীক অনুভূতি, আনন্দ-চঞ্চল মানসিকতা ইত্যাদি। কার কি রকম অবস্থা পছন্দ সেটা নির্ভর করবে তার মনের গঠনের উপর।

দেবু ঃ মানুষ কি কি মাদক ব্যবহার করে তার তালিকা দিতে পারেন?

বদ্যি ঃ পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়, তবে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। মদ, গাঁজা, আফিমের কথা সবাই জানে, তবে তার বাইরের হিসাব বোধ হয় এক মাত্র চিকিৎসকরাই রাখেন।

দেবু ঃ যেমন?

বদি ঃ অ্যাসপিরিন থেকে শুরু করে তাবৎ বেদনাহর ওষুধ নেশা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। যত রকম হাঁপি-কাশির ওষুধ আছে তার খদ্দেরদের ভিতরে নেশাখোররাই সংখ্যাগুরু। ঘুমের ওষুধের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

তথাকথিত পেটের অসুখ অর্থাৎ অম্বল থেকে শুরু করে পায়খানায় গোলমাল পর্যন্ত সব রকম অসুখের ওষুধেরই বাজার সৃষ্টির প্রধান কায়দা নেশা ধরিয়ে দেয়া। টনিক বলে কোনো পদার্থের অস্তিত্ব চিকিৎসা বিজ্ঞান স্বীকার করে না—স্বীকার করে

না যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার কোনো ওষুধের অস্তিত্ব। সুতরাং এগুলোরও বাজার সৃষ্টির কায়দা মানুষের ভীতি এবং ভুল ধারণার ভিত্তিতে কিছু লোকের নেশা ধরিয়ে দেয়া।

দেবু : থামুন, থামুন, আপনি তো দেখছি গোটা মহাভারত পাঠ শুরু করেছেন। আমি জানতে চাইছি সাধারণ মানুষ নেশার জিনিষ অর্থাৎ মাদক বলতে যা বোঝে তার একটা মোটা তালিকা।

বদ্যি ঃ বেশ, তাই বলি। মদ, গাঁজা, আফিম, তামাক, কেফিন, বারবিটিউরেট, মিথাকুয়ালোন আর এ্যামফিটামিন—মোটামুটি এই ক'টা নেশা নিয়েই নেশার চিকিৎসকদের দিন কাটে।

নেশা লোকে করে কেন?

দেবু ঃ আমাদের জানতে ইচ্ছা করে নেশা ক্ষতি করে—এ কথা জানা সত্ত্বেও মানুষ নেশা করে কেন? আপনি তো মনের চিকিৎসক, এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন?

বদ্যি ঃ না—সঠিক উত্তর আমাদের জানা নেই। তবে অনেকগুলো কারণ আমাদের মনে আসে। তার ভিতরে কয়েকটি উল্লেখ করছি।

(১) নিজেকে সঙ্গী-সাথীদের সমকক্ষ এবং তাদের সমধর্মী বন্ধু বলে প্রমাণ করার চেষ্টা।

যে-কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশতে গেলে একাত্মতার একটা প্রধান লক্ষণ এক সঙ্গে আহার করা। ছেলেদের বিয়ে দিয়ে বৌ নিয়ে এলে নতুন বৌয়ের সঙ্গে এক সঙ্গে খেলে তবে পরের মেয়ে জাতে ওঠে। ঠিক তেমনি, যে সমাজে নেশা চালু সে সমাজে ঢুকতে চাইলে কিংবা ঘনিষ্ঠ হতে হলে তাদের নেশায় অংশ নিলে ব্যাপারটা সহজ হয়।

একবার শুরু করলে উৎরাইয়ের পথ যথেষ্ট পিছল। ভাগ নিতে গেলে ভাগ দিতে হয়। সুতরাং এসে পড়ে নেশার আর্থিক দায়িত্ব। অন্য বিষয়ে দায়িত্বহীনতা এ দায়িত্বের সহগামী। তার ফল পরিবার, পরিজন ব্যবসাস্থান ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা। সুতরাং নেশাখোরের সমাজই তাদের একমাত্র সমাজ হয়ে দাঁড়ায়।

এইভাবে দেহে আর মনে সঠিক মাদক নির্ভরতা সৃষ্টি হয়।

দেবু ঃ কিন্তু আমি অনেক মদ্যপকে জানি—যাঁরা ঘরে বসে একা একাই মদ খেয়ে মত্ত হন।

বদ্যি ঃ হতেই পারে। নেশাখোরের একমাত্র বন্ধু মাদক। অন্যান্য নেশাখোর হয়তো তাকে নেশা ধরিয়ে দিতে পারে কিম্বা নৈতিক সমর্থন যোগাতে পারে কিন্তু বন্ধু হতে পারে না।

(২) কৌতুহলের খেসারত—উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা অনেক সময় নেহাৎই কৌতুহলের বশে নেশা শুরু করে। এত লোক নেশা করছে, দেখাই যাক না কি হয়। প্রথম প্রথম এটাই থাকে তাদের মনোভাব।

নেশার চরিত্র অনেকটা মাছ ধরার বঁড়শীর মত। সে বঁড়শী গেলা যায় কিন্তু ওগড়ানো যায় না। একবার বঁড়শী গলায় আটকালে ছাড়ানো বড় কঠিন—অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসম্ভব।

দেবু ঃ বাঁধা পড়তে কি রকম সময় লাগে ?

বদ্যি ঃ সেটা নির্ভর করে কি মাদক আর কি রকম খাদক তার উপর।

দেবু ঃ এ ছাড়া নেশার আর কি কারণ আছে।

বদ্যি ঃ আর একটি কারণ ধর্মীয়। শাক্ত সাধকদের কারণপানে (মদ খাওয়া) কোনো দোষ নেই। তেমনি কারণ যদি বঁড়শী হয়ে গলায় গিয়ে গেঁথে যায় তা হলে কারণকেও আপনি দোষ দিতে পারবেন না।

(৩) আর একটি কারণ সহজানন্দ।

দেখুন, জীববিজ্ঞানে বলে সমস্ত জীবের গতি দুঃখ থেকে আনন্দের দিকে। প্রাচীন গ্রীক দর্শন কিংবা আমাদের বেদ সবাই বলছে আনন্দই জীবনের অভিমুখ। সুতরাং মাদক যদি আনন্দবোধ সৃষ্টি করতে পারে তাহলে মাদকে দোষ কোথায় ? এই সহজ-লভ্য আনন্দের উপকরণই অনেক সময় বঁড়শী হয়ে গলায় গেঁথে যায়।

দেবু ঃ আপনি যা বললেন সেটা প্রায় সর্বকালে সর্বদেশে প্রযোজ্য। অথচ স্থান ভেদে অভ্যাসের পরিবর্তন দেখা দেয়। আমাদের ভারতের উত্তর দিকে গাঁজার চল বেশি, দক্ষিণ দিকে চালু মদ। আবার আমেরিকাতে সব নেশাই চলে। নেশার এই ভৌগোলিক রকমভেদের কারণ বলতে পারেন ?

বদ্যি ঃ কারণ অনেক থাকতে পারে। যদি ঐতিহ্যের কথা ধরা যায় তা হলে বলতে হয় গাঁজা আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রাচীন আর্যাবর্তে যে সোমরস পান করা হোতো মনের উপর তার প্রধান ক্রিয়া ছিল অলীক অনুভূতি সৃষ্টি করা। গাঁজা, ভাঙ, সিদ্ধি আর চরস যে অনুভূতি সৃষ্টি করে তার সঙ্গে সোমরসের সৃষ্টি করা অনুভূতির খুবই মিল। সুতরাং উত্তর ভারতের গাঁজার প্রচলনের সঙ্গে ঐতিহ্যের একটা যোগাযোগ কল্পনা করলে খুব ভুল হবার কথা নয়।

দেবু ঃ কিন্তু আমি যতদূর জানি সভ্যতার আদি যুগ থেকে কিংবা তারও আগে থাকতে অর্থাৎ সভ্যতার উন্মেষ হবার আগে থেকেই মানুষ মদের ব্যবহার জানত।

বদ্যি ঃ সেরকমভাবে বলতে গেলে আমরা উল্লেখ করতে পারি খৃষ্টের জন্মের অন্তত পাঁচ-ছ হাজার বছর আগে থাকতে সুমেরীয় সভ্যতার আফিমের সঙ্গে পরিচয় ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আফিমঘটিত মাদক যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো এ রকম সমস্যার উদ্ভব হয়েছে বলে আমার জানা নেই—

দেবু ঃ অর্থাৎ আপনি বলতে চান পরিচিতি আর ঐতিহ্য ছাড়াও অন্য কারণ থাকতে পারে ?

বদ্যি ঃ নিশ্চয় থাকতে পারে। থাকতে পারে এক নয় বহু কারণ। কিন্তু এখন আমরা আলোচনা করছিলাম ঐতিহ্যের সঙ্গে নেশার সম্পর্ক।

দেখুন, চালের খাবার সারা ভারতে তৈরি হলেও দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতেই তার প্রচলন বেশি। বিশেষ করে চালের গুঁড়োর ব্যবহার সমগ্র উপমহাদেশের ভিতরে দক্ষিণ দেশেই সব চাইতে বেশি। তাদের তুলনায় বাঙালীরা চালের গুঁড়ো প্রায় ব্যবহার করেন না বললেই চলে। কারণ বাঙালী গৃহিণীরা বলবেন চালের গুঁড়োর খাবার তত নরম হয় না। দক্ষিণী গৃহিণীরা কিন্তু বহুকাল ধরেই এ সমস্যার একটা সমাধান

আবিষ্কার করেছেন। ইউরোপে ইস্ট কিংবা বেকিং পাউডার দিয়ে ময়দা নরম করা হয়। ইউরোপে যে রকম ইস্ট দিয়ে ময়দা গাঁজিয়ে (Leavening) নেয় দক্ষিণ ভারতেও তেমনি গাঁজিয়ে নেওয়া হয় চালের গুঁড়ো। গাঁজালে যৌগশ্বেতসার ভেঙে সরলতর শ্বেতসার হয় তবে তার সঙ্গে কার্বণ-ডাই-অক্সাইড আর সুরাসারও (Alcohol) উৎপন্ন হয়। রান্নার তাপে সুরাসার উড়ে যায় কিন্তু সরল শ্বেতসার থেকে যায়। সরলতর শ্বেতসার অনেক নরম এবং তার স্বাদও অনেক ভাল। তবে গরম না করলে এই রকম পদ্ধতিতে মদও তৈরি হতে পারে।

দেবু : দক্ষিণ ভারতে কি আমাদের বাখরের মতো প্রাচীনকাল থেকেই ইস্ট তৈরি হতো ?

বদ্যি : তা আমি বলতে পারি না, তবে ওখানকার সাধারণ লোক চালের গুঁড়ো জলে ভিজিয়ে এক রাত রেখে দিয়ে সেটা গাঁজিয়ে নেন। গরমের দেশ, ইস্টের বীজ হাওয়ায় ভাসে। সুতরাং অসুবিধা কিছু হয় না। যাদের তাড়া থাকে তারা খানিকটা কাঁচা তাড়ি ব্যবহার করেন। দই পাততে যে রকম দম্বল ব্যবহার করে অনেকটা তেমনি। তবে ব্রাহ্মণ গৃহিণীরা তাড়ি স্পর্শ করেন না। এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই, গাঁজিয়ে নেবার ঐতিহ্যের সঙ্গে হয়তো মদ্যপানের কোনো ঐতিহ্যগত সম্পর্ক থাকতে পারে। যেমন থাকতে পারে হিমালয় অঞ্চলের জংলী গাঁজা গাছের সঙ্গে উত্তর ভারতে প্রচলিত গাঁজার নেশার সম্পর্ক।

দেবু : অর্থাৎ আপনি বলতে চান নেশার সঙ্গে ঐতিহ্যের একটা সম্পর্ক থাকা সম্ভব কিন্তু তা হলে আমেরিকায় নেশার আধিক্যের ব্যাখ্যা কি দেবেন ? তাদের না আছে ঐতিহ্য না আছে ইতিহাস অথচ তারা নেশার রাজা।

বদ্যি : ডলার ওদের সর্বশক্তিমান। সেই ডলার দিয়ে ওরা অন্য সব জিনিসের মতো সব রকম মাদকও সংগ্রহ করতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে ব্যবহারের ঐতিহ্য না হোক সহজে প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে একটা কারণ বলে ভাবলে অবৈধ কিছু হবে না।

ঐতিহ্য না থাকলে পছন্দ-অপছন্দের বালাইও কিছু থাকে না।

তাছাড়া নেশার সঙ্গে সম্পর্ক পেশার, বয়সের আর শিকড়ের।

দেবু : কি রকম ?

বদ্যি : এ্যামফিটামিন জাতীয় নেশা জনপ্রিয় ছাত্র আর বুদ্ধিজীবী মহলে। কারণ এগুলি খেলে ঘুম কমে যায় সুতরাং রাত জেগে পড়া সম্ভব। তাছাড়া এ্যামফিটামিন খেলে প্রথম প্রথম মনে হয় মানসিক ক্ষমতা বাড়ছে।

পেশার সঙ্গে সম্পর্ক আরো দেখা যায়। ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় প্রতিনিধিদের ভিতরে মদ্যপের সংখ্যা তুলনায় বেশী, যেমন বেশী অভিনেতাদের ভিতরে।

দেবু : বয়সের সম্পর্ক ?

বদ্যি : উঠতি বয়সে অর্থাৎ কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তরণের সময় মানুষের মনে একটা বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফ্রয়েড সে বিদ্রোহের ইডিপাস কমপ্লেক্স, ইলেকট্রা কমপ্লেক্স ইত্যাদি অনেক চটকদার নাম দিয়েছিলেন। ফ্রয়েডের মতামত বৈজ্ঞানিকরা আজকাল

স্বীকার করেন না কিন্তু এ বিদ্রোহের অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই, অস্বীকার করার উপায় নেই এ বিদ্রোহের কতগুলি ভাল দিক।

দেবু ঃ যেমন ?

বদ্যি ঃ প্রথমত, এ বিদ্রোহের ফলে ছেলে-মেয়েদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। সেই ব্যক্তিত্ব সহায়তা করে নতুন পরিবার, নতুন সমাজ গঠনে।

এই বিদ্রোহের ফলেই তারা প্রাচীন জরাজীর্ণ সমাজকে তরুণ দৃষ্টিতে পুনর্বিচার করে। কখনো তারা চেষ্টা করে এ সমাজকে ধ্বংস করে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে আবার কখনো চেষ্টা করে প্রাচীন সমাজের সংস্কার করে তার উন্নয়ন করতে।

এই বিদ্রোহের একটা লক্ষণ সামাজিক নিয়ম-কানুন ভাঙা। অনেক তরুণই এই সময় নিয়মের ভালমন্দ বিচার করে না।

ডিরোজিওর আমলে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী একদিকে যেমন গুরুজনদের উত্যক্ত করার জন্যই গো-মাংস, মদ ইত্যাদি খেয়েছে অন্যদিকে তারাই আবার ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে দেশে আধুনিক ভাবধারাও নিয়ে এসেছে।

মাইকেলের ভিতরে আমরা যেন একই সঙ্গে দুটো ধারার প্রবাহ দেখতে পাই : এক-দিকে মদ আর মেমসাহেব আবার অন্যদিকে মেঘনাদ বধ আর অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

কিন্তু সে যুগেও এ দুটো ধারার বিচ্ছিন্নতাও দেখা গিয়েছে। একদিকে যেমন রূপচাঁদ পক্ষীর নেশার আড্ডা অন্যদিকে তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্রের মত বিশুদ্ধ-চরিত্র প্রতিভা।

উঠতি বয়সের ছেলেদের সিগারেট, মদ, গাঁজা ইত্যাদি নেশা অনেক সময়েই সুরুতে বিদ্রোহের প্রকাশ কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলোই বঁড়শী হয়ে তাদের গলায় আটকায়।

দেবু ঃ শিকড়ের কথা বলছিলেন ?

বদ্যি ঃ যে গাছের শিকড় অনেক গভীরে বিস্তৃত সে গাছ ঝড়ে পড়ে না—খরায় মরে না। তেমনি যাদের মনের শিকড় নিজের পরিবার, নিজের সমাজ, নিজের দেশ আর সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত তাদের নেশাগ্রস্ত হওয়া কিংবা অন্য কোনো জীবনবিরোধী পাপে জড়িত হবার সম্ভবনা কম।

দেবু ঃ এ তথ্যের সপক্ষে কি কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেন ?

বদ্যি ঃ প্রমাণ না হলেও যুক্তি নিশ্চয় দেখাতে পারি।

দেবু ঃ যেমন ?

বদ্যি ঃ দেখুন, যে কোনো নেশাই মেয়েদের চাইতে ছেলেদের ভিতরে অনেক বেশি দেখা যায়। একটা মেয়েমানুষের পেটের সন্তান তার রক্ত-মাংস। সে জন্য সংসারের সাথে সে যতটা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তার ভালবাসার বন্ধন যতটা কঠিন, পুরুষের ক্ষেত্রে হয়তো সে বন্ধন ততটা কঠিন নয়। আমরা বলি এই বন্ধনই তাদের রক্ষা করে। তাছাড়া নেশাগ্রস্ত আর ভাঙা সংসারের যোগাযোগ পরিসংখ্যান স্বীকার করে।

দেবু : দু-একটা উল্লেখ করতে পারেন ?

বদ্যি ঃ আমেরিকায় ১৯৭৪ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় সাবালক পুরুষদের শতকরা দশজন আসবাসক্ত (Alcoholic) কিন্তু সাবালিকা মেয়েদের ভিতরে

আসবাসক্তের সংখ্যা মাত্র দু থেকে তিন ভাগ। গত দশ বছরে আমেরিকায় পরিবার ভাঙা অনেক বেড়েছে, বেড়েছে স্বাধীন যৌনাচার। সেই সঙ্গে বেড়েছে মেয়েদের ভিতর মদ্যপের সংখ্যা। কারো কারো মতে এ সংখ্যা এখন প্রায় ছেলেদের অর্ধেকের কাছাকাছি।

দেবু ঃ কিন্তু একই পরিবেশে সবাই তো নেশা করে না। তার কারণ কি?

বদ্যি ঃ আপনার এ প্রশ্ন যে কোনো রোগের মূল কারণ সম্পর্কীয় প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। আসলে সব রোগেরই কারণ দুটো—ক্ষেত্র এবং বীজ। অর্থাৎ ব্যক্তি এবং পরিবেশ। জীবাণুঘটিত অসুখের বেলায় আমরা বলি ঃ ব্যক্তির রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা যত কমই হোক না কেন, পরিবেশে জীবাণু না থাকলে ব্যাধি হতে পারে না। আবার ব্যক্তির প্রতিরোধ ক্ষমতার তুলনায় পরিবেশের আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হবেই।

দেবু ঃ নেশার ক্ষেত্রে পরিবেশ বলতে আপনি কি বোঝেন?

বদ্যি : দেখুন, বুদ্ধদেব বলেছিলেন জীবনটাই দুঃখময়। তিনি দুঃখের যে তালিকা করেছিলেন সেটার দুটো ভাগ করা যায়। কতগুলো দুঃখের পরিবর্তন সম্ভব নয়। যেমন—জরা, মরণ, নিত্য-পরিবর্তনশীল জগৎ। আবার কতকগুলো দুঃখের তিনি উল্লেখ করেছিলেন, যেমন—আকাঙ্ক্ষা অনুসারে প্রাপ্তি না হওয়া। এ দুঃখের প্রতিকার আকাঙ্ক্ষাকে সীমিত করা। দুঃখও তাহলে সীমিত হবে।

দেবু ঃ এখানে আমার প্রশ্ন ঃ যে দুঃখের পরিবর্তন সম্ভব নয়, সে দুঃখ তো রইলো, তাছাড়া আকাঙ্ক্ষার সীমা সঙ্কুচিত করারও একটা সীমা আছে। আমরা কম খাদ্য আকাঙ্ক্ষা করতে পারি এবং কম খেতেও পারি। কিন্তু সর্বনিম্ন প্রয়োজনের কম খেলে আমাদের মৃত্যু হবে। আমরা যদি মরেই যাই তা হলে প্রভু বুদ্ধ দুঃখ দূর করবেন কার?

বদ্যি ঃ এ প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না। কেউ জানে বলেও আমার জানা নেই। যদি কারও জানা থাকতো তা হলে গত কয়েক হাজার বছরে পৃথিবী থেকে দুঃখ দূর হয়ে যেতো। আমরা দেখছি লোভ আর আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে বই কমেনি। সঙ্গে বেড়েছে ভয় আর দুঃখ। আণবিক যুদ্ধের রূপ নিয়ে লোভের চরম মূল্য অর্থাৎ পৃথিবী থেকে জীবনের অবলুপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ কম্পমান। তবুও অতি প্রাচীনকাল থেকে দুঃখমুক্তি, বেদনামুক্তির—অন্তত সাময়িক মুক্তির একটা উপায় মানুষ খুঁজে পেয়েছে এবং ব্যবহার করে চলেছে। সে পথ দুঃখের কারণ, কিম্বা দুঃখ দূর করার পথ নয়।

দেবু : তা হলে?

বদ্যি ঃ যে চেতনা দুঃখবোধ করে, সেই চেতনার পরিবর্তনই এই পথ। এ পথ নেশার পথ, এ পথ মাদকাসক্তির পথ।

দেবু ঃ কি রকম?

বদ্যি ঃ আমাদের রাঢ়দেশে বেজায় গরম পড়ে। চাষীরা ভোররাতে হালের গরু নিয়ে মাঠে বার হয়। বাড়ি ফেরে অনেকটা বেলা থাকতে। কিন্তু ঘুমোতে পারে না

দিনে-রাতে। গরমে গা জ্বালা করে। এদিকে না-ঘুমোলে ক্লান্তি কাটে না। সকাল-বেলা মুনিষ-গরু কেউই কাজে বেরোতে পারে না।

এই সমস্যার একটা সহজ সমাধান রয়েছে রাঢ়দেশে। আগের রাত্তিরে খানিকটা জলভাতে বাখর মিশিয়ে রাখা হয়। মাঠ থেকে ফিরলে গরুকে ঠাণ্ডা করে স্নান করিয়ে জাবনার পর সেটা খাইয়ে দেওয়া হয়। মুনিষও একটি ভাগ পায়। ফলে গরু মানুষ কারোই ব্যথা বোধ থাকে না। গরম কিম্বা মশার উপদ্রবও বুঝতে পারে না। ঘুমোয় মড়ার মতো। ঘুমোয় তারা মদের নেশায়, আর পরদিন কাজে বের হয় মদের আশায়।

দেবু : সবাই কি এই পচাই মদ খায় ?

বদ্যি : না—সবাই খায় না—বহু উপায়ের ভিতর বাখরভাত খাওয়া বেঁচে থাকার একটা উপায় মাত্র। তবে গরমকালে আমানির জল অনেকেই খায়।

দেবু : আমানির জল আবার কি ?

বদ্যি : পান্তাভাতের উপরের জল। একটু টক্-টক্ স্বাদ হয় অর্থাৎ জান্তব প্রোটিন, ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স আর সামান্য সুরাসার থাকে। বাখরভাতেও এই একই জিনিষ থাকে। তবে সুরাসারের পরিমাণ থাকে অনেক বেশি।

দেবু : কিন্তু যারা ভাত খায় না তারা কি করে ?

বদ্যি : উত্তর ভারতে গ্রীষ্মের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় লোকে ঠাণ্ডাই খায়। ঠাণ্ডাই বড়ি কিংবা ঠাণ্ডাই সরবৎ দু'রকমই ব্যবহার হয়। বড়িতে শুধুমাত্র সিদ্ধি থাকে। সরবৎ-এ সিদ্ধির সঙ্গে জল, নুন, মিষ্টি মেশানো হয়। গ্রীষ্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শেষের উপাদানগুলি দেহের পক্ষে খুবই ফলপ্রদ। ফলপ্রদ সিদ্ধিও। তবে জল, নুন, মিষ্টি এগুলো গ্রীষ্মে দেহের যা ক্ষতি হয় সেটা পূরণ করতে চেষ্টা করে। আর সিদ্ধি চেষ্টা করে গ্রীষ্মের অনুভূতি কমাতে। পচাই কিংবা আমানিতেও জল, প্রোটিন আর ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স দেহের ক্ষতি পূরণ করে, আর সুরাসারের কাজ অনুভূতি কমানো।

দেবু : তাই যদি হয় তা হলে নেশাতে আমাদের আপত্তি কেন ?

বদ্যি : টোপ দেখে বঁড়শী গিললে গলায় আটকে ধরা পড়ার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু তার চাইতেও বড় কারণ রয়েছে।

দেবু : সেটা আবার কি ?

বদ্যি : পরিবেশে জীবন-বিরোধী জটিলতা চিরকালই রয়েছে। তার ভিতর দিয়ে বাঁচার পথ খুঁজতে গেলে সবচাইতে বেশি প্রয়োজন দিগ্‌দর্শী চেতনা। সেই জন্যই সভ্যতার আদি যুগ থেকে এই চেতনাকে শিক্ষা দিয়ে শানিত করার চেষ্টা করা হয়। উদ্দেশ্য—সুস্থতর, অগ্রগামী আর দীর্ঘতর জীবনের সম্ভাবনাকে বাড়ানো। চেতনাকে বিকৃত করার অর্থ সে সম্ভাবনাকে কমানো।

দেবু : অর্থাৎ ?

বদ্যি : দেহের তাপ ৯৭।৯৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট থাকলে মানুষ সুস্থ বোধ করে। তার চাইতে ১০-১৫ ডিগ্রী কম-বেশী হলে অস্বস্তি, এমন কি, মৃত্যুও হতে পারে।

অথচ পরিবেশের হ্রাস-বৃদ্ধি হচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই। দেহের তাপবোধ এবং তাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের অতন্দ্র সতর্কতা জীবনের একটা অপরিহার্য শর্ত। ঠান্ডাইয়ের নুন, চিনি, জল, কিম্বা পচাইয়ের প্রোটিন, ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স আর জল জীবনের সহায়ক, কিন্তু সিদ্ধি আর সুরাসার আঘাত করে বোধ আর চেতনাকে।

দেবু ঃ বোধ আর চেতনার হ্রাস কি সব সময়ই ক্ষতিকর ? ডাক্তাররা কি রোগী-দের ঘুমের ওষুধ দেন না ?

বদ্যি ঃ ডাক্তাররা যখন ঘুমের ওষুধ খেতে উপদেশ দেন, তখন আমরা ধরে নিই তাঁরা ভাল-মন্দ বিচার করেই নির্দেশ দেবেন।

দেবু ঃ ডাক্তার কি সর্বজ্ঞ ? সর্বদর্শী ? তাঁরা কি ভুল করেন না ?

বদ্যি ঃ নিশ্চয়ই করেন। বহু নেশাগ্রস্ত রোগী মাদক প্রথম সেবন করেন ওষুধ হিসাবে ডাক্তারের নির্দেশে। তারপর সেই ওষুধই মাদক হয়ে তার গলায় বঁড়শীর মতো আটকে যায়।

মনে রাখবেন নেশাগ্রস্ত হওয়ার এটাও একটা বড় কারণ। ইংরাজী ভাষায় এও এক ধরণের আইয়াট্রোজেনিক ডিজিজ (ডাক্তার কিম্বা ওষুধের দরুন যে রোগ সৃষ্টি হয়)।

দেবু ঃ আমি আপনাকে বাধা দিলাম, আপনি বলছিলেন বোধ আর চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার বিপদ সম্পর্কে।

বদ্যি ঃ হ্যাঁ, সিদ্ধি খেয়ে গরমের বোধ কমিয়ে দেবার অর্থ এই সদাসতর্ক প্রহরাকে অসতর্ক করা। ফল লু লেগে অর্থাৎ গরম লেগে মৃত্যুর সম্ভাবনা বৃদ্ধি।

ইউরোপ আমেরিকায় শীতবোধ কমানোর জন্য লোকে মদ খায়। ফলে শীতবোধ কমে, কিন্তু ঠান্ডায় মৃত্যুর সম্ভাবনা বাড়ে। সেইজন্য যত সম্পন্ন দেশই হোক না কেন শীতের রাতে মদ্যপের খোলাজায়গায় মৃত্যু সেখানে অতি সাধারণ ঘটনা।

এই রকম আত্মঘাতী পলায়নীবৃত্তি মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবজন্তুর ভিতরেও দেখা যায়। উটপাখীকে শিকারী তাড়া করলে সে বালিতে মুখ গোঁজে। ফলে শিকারীকে আর তার দেখতে হয় না। অবশ্য এ পদ্ধতিতে সে শিকারীর হাত থেকে রক্ষা পায় না।

দেবু ঃ উটপাখী শিকার আপনি দেখেছেন ?

বদ্যি ঃ না, দেখিনি। তবে দেশে থাকতে কাকের বোকামি দেখেছি।

গাছের কোটরে খাবার লুকিয়ে রাখবার সময় কাক চোখ বোজে। তাদের ধারণা বোধহয়—নিজেরা যখন দেখতে পাচ্ছে না, তখন অন্য পাখীরাও দেখতে পাবে না। খাবার চুরি কিন্তু তাতে বন্ধ হয় না। আমার মনে হয়, চেতনার পরিবর্তন করে, বাস্তবকে অস্বীকার করার চেষ্টা জীবন সৃষ্টির শুরু থেকেই চলেছে।

দেবু ঃ আপনি কি বলছেন পলায়নী মনোবৃত্তি নেশার একমাত্র কারণ ?

বদ্যি ঃ না, আমি তা বলতে চাই না। তবে কারণগুলির ভিতর পলায়নী মনোবৃত্তি প্রধান। উঠতি বয়সের ছেলে বাপ, মা, সমাজ, সংসার—সবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়।

তাতে আমি দোষ দেখি না।

বুদ্ধদেবের আমল থেকে জীবনকে দুঃখময় বলে লোকে ঘোষণা করেছে। সুতরাং এই দুঃখ আর বিরুদ্ধ পরিবেশ সম্পর্কে বোধ এবং চেতনার যখন উন্মেষ হয়, তখন অন্ধ বিদ্রোহ বোকামি হতে পারে, কিন্তু অপরাধ নয়।

দেবু : আচ্ছা, আপনি কি বৌদ্ধ হয়েছেন ?

বদ্যি : কেন ?

দেবু : বারবার বুদ্ধদেবের নাম করছিলেন কিনা—

বদ্যি : না, বৌদ্ধ আমরা হইনি। আমরা বিজ্ঞান-কর্মী, কোনো গুরুর চ্যালা আমরা হই না। তবে কি জানেন, বুদ্ধদেবের কাল ভারতে কৌম সমাজ থেকে সার্বভৌম রাষ্ট্রযন্ত্র উদ্ভবের কাল। সার্বভৌম রাষ্ট্র এমন একটি যন্ত্র যার দেশের যে কোনো নাগরিকের ধন, সম্পদ, জীবন, যৌবনের উপর সীমাহীন অধিকার রয়েছে, অধিকার রয়েছে চিন্তা এবং বিবেকের স্বাধীনতার উপর। শেষেরটা অবশ্য সার্বিক না হলেও আংশিক তো বটেই।

অনেক পণ্ডিত দাবি করেন, এর ফলে ব্যক্তির উৎকণ্ঠা বেড়েছে। ফলে বেড়েছে পলায়নী মনোবৃত্তি।

আমি ঐতিহাসিক নই। কৌম সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞান আমার অতি সামান্য। ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতা আমার নেই সে সমাজ সম্পর্কে। চোখের সামনে আমি দেখতে পাই সার্বভৌম রাষ্ট্রীভিত্তিক, শ্রেণীভিত্তিক সমাজ। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিও এই সমাজ। এই সমাজের শুরুতে যাঁরা সমগ্র মানবজাতিকে এই বিষবৃক্ষ সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন বুদ্ধদেবকেই তাঁদের প্রধান বলে আমি মনে করি।

দেবু : আপনি কি কখনো রাষ্ট্র কিম্বা শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে নেশার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ দেখেছেন ?

বদ্যি : প্রচুর। যুদ্ধ অর্থাৎ নরহত্যার জন্য যে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করা হয় তাঁদের মদ সর্বদেশে বিনি পয়সায় কিম্বা নামমাত্র দামে সরবরাহ করা হয়।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় আমেরিকান আক্রমণকারী সৈন্যদের ভিতরে হিরোইন ইত্যাদি নেশার যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তা থেকে আমেরিকার সমাজ আজও মুক্তি পায়নি। বরং সে বিষের বিস্তার আমাদের দেশের সীমান্ত অতিক্রম করেছে।

দেবু : কিন্তু যুদ্ধের সময় দরিদ্র অর্ধভুক্ত ভিয়েতনামীরা ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা সশস্ত্র এবং নিষ্ঠুর বর্বর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। উৎকণ্ঠা তাদেরও নিশ্চয়ই হয়েছে। তারা কি নেশাগ্রস্ত হয়েছে ?

বদ্যি : না, তা হয়নি।

দেবু : তা হলে আপনি উৎকণ্ঠার সঙ্গে নেশার কার্যকারণ সম্পর্ক কি করে ভাবছেন ?

বদ্যি : আমার মনে হয়, উৎকণ্ঠার প্রতিক্রিয়া জীবন-বিরোধী হলেই জীবন-বিরোধী আবেগ সৃষ্টিতে সাহায্য করে, আর সে প্রতিক্রিয়া যদি জীবনমুখী হয়, তা হলে সৃষ্টি করে জীবনমুখী আবেগ।

দেবু ঃ যদি বলি আপনার এ মত সম্পর্কে বিচারের অবকাশ রয়েছে, তা হলে কি আপনি আপত্তি করবেন ?

বদ্যি ঃ এটা আমার অভিজ্ঞতাভিত্তিক মত মাত্র। সবাই এ মত গ্রহণ করবেন এ আশা আমি করি না।

দেবু : একটু আগে আরো কারণের কথা আপনি বলেছিলেন।

বদ্যি ঃ কারণের কি আর শেষ আছে ? অবসরভোগী অলস ধনীদের নেশাই একমাত্র অবলম্বন হতে পারে।

শারীরবিদের দৃষ্টিতে মাদকের ক্রিয়া

দেবু ঃ শারীরবিদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মাদকের ক্রিয়া কি ? মাদকের শারীরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া কি ?

বদ্যি ঃ শারীরবিদ্যা বিজ্ঞানেরই অংশ সুতরাং আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ইত্যাদি খানিকটা ব্যবহার করতে হবে। চেষ্টা করবো ব্যাপারটা যাতে দুর্বোধ্য না হয়। কিন্তু তবুও যদি বুঝতে না পারেন তা হলে আমার ত্রুটি দেখিয়ে দিতে ইতস্তত করবেন না।

দেবু ঃ বেশ বলুন।

বদ্যি ঃ আমাদের বোধের দায়িত্ব প্রধানত স্নায়ুতন্ত্রের (নার্ভাস সিস্টেম)।

দেবু ঃ প্রধানত বলছেন কেন ?

বদ্যি ঃ কারণটা কবিগুরুর ভাষায় বলি ঃ রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।

অর্থাৎ জড় জীব নির্বিশেষে যে কোনো সাধারণ বস্তুধর্মের কিছুটা অবশেষ সব পদার্থের বিশিষ্ট বস্তুধর্মের আড়ালে পাওয়া যায়।

সুতরাং, বোধের দায়িত্ব প্রধানত স্নায়ুতন্ত্রের থাকলেও দেহের প্রতিটি কোষেই বোধশক্তি রয়েছে।

দেবু ঃ আমি বাধা দিলাম আপনার কথায়। আপনি বলছিলেন স্নায়ুতন্ত্রের কথা।

বদ্যি ঃ স্নায়ুতন্ত্র গঠিত হয়েছে অনেকগুলি স্নায়ু (নার্ভ) দিয়ে। প্রতিটি স্নায়ুর গঠনে আবার লাগে অনেকগুলি স্নায়ুকোষ (নিউরন)। অর্থাৎ একক একটি স্নায়ুকে কল্পনা করা যায় বহু স্নায়ু-কোষের শৃংখল রূপে। এই শৃংখলের দুটি স্নায়ুকোষের জোড়ের (সাইন্যাপস) মুখে একটি ফাঁক আছে (সাইন্যাপটিক ক্লেফট)। যখন সংবাদ একটি স্নায়ু দিয়ে বাহিত হয় তখন একটি রসায়ন এই স্নায়বিক উত্তেজনাকে দুটি স্নায়ুর মাঝের ফাঁক পার করে দেয়। কতকগুলি স্নায়ুকোষ চেষ্টা করে সংবাদ বহনে বাধা দিতে আবার কতকগুলি স্নায়ুকোষ চেষ্টা করে সংবাদ বহন করতে। একটি সংবাদ প্রেরণ তখনই সম্ভব যখন যে কোষগুলি বাধা দিচ্ছে তাদের সংখ্যা যে কোষগুলি যেতে দিতে চাইছে তাদের সংখ্যার চাইতে কম। প্রতিটি প্রেরণা কতটা বাহিত হবে সেটা নির্ভর করবে প্রেরণার শক্তির উপর।

দেবু ঃ তাহলে এক্ষেত্রে মাদকের ভূমিকা কি ?

বাদ্য ঃ মস্তিষ্কের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন দৈহিক আর মানসিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সব সময়ই মনে রাখতে হবে দেহ, মন, মস্তিষ্ক এবং সর্বদেহ মিলিয়ে আসলে একটি সংগঠিত একক। বিভিন্ন মাদক বিভিন্ন এলাকাকে উত্তেজিত কিংবা অবদমিত করে—এই উত্তেজনা এবং অবদমন অনেকাংশে নির্ভর করে স্নায়ু-কোষের জোড় এবং মাঝখানের ফাঁকের উপর মাদকের ক্রিয়ার উপর। ফলে কোনো মাদক উত্তেজিত করে আবার কোনো মাদক অবদমিত করে। তার ফলে এই সংগঠিত একক বিশৃঙ্খল হয়। তাছাড়া বিভিন্ন মাদক এক একটি বিশিষ্ট এলাকাকে উত্তেজিত কিংবা অবদমিত করে বলে তাদের ক্রিয়াও হয় বিভিন্ন।

উদাহরণ ঃ হাইপোথ্যালামাস নামে মস্তিষ্কের একটি অংশ আছে। তার কোনো কোনো অংশকে উত্তেজিত করলে তীব্র সুখানুভূতি হয় আবার অন্য অংশগুলি চিন্তা, দৃষ্টি, শ্রুতি, সমন্বয় ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

দেবু ঃ আপনার কি মনে হয় কোনো মাদকের ক্রিয়া কার প্রতি কি রকম হবে ডাক্তারদের পক্ষে প্রতিক্ষেত্রে সেটা বলা সম্ভব।

বাদ্য ঃ না, সম্ভব নয়। নানা কারণে ক্রিয়া-প্রক্রিয়া কমবেশী হতে পারে। কতক-গুলি কারণ মাদকের নিজস্ব গুণাগুণ, যেমন ঃ পরিমাণ, বিশুদ্ধতা, ঘনত্ব ইত্যাদি। তাছাড়া মাদকের ক্রিয়া নির্ভর করে দেহে প্রবেশ পথের উপর। একই মাদক একই পরিমাণ মুখে খেলে একরকম ক্রিয়া আবার ইনজেকশান নিলে ক্রিয়া অন্য রকম। ইনজেকশান আবার শিরাপথে নিলে যেরকম ক্রিয়া করবে মাংসপেশীর ভিতর নিলে সে রকম ক্রিয়া হবে না।

দেবু ঃ মাদকের দেহে প্রবেশপথ কতগুলি ?

বাদ্য ঃ নেশার জন্য দেহে মাদক প্রবেশ করানোর অনেকগুলি উপায় আছে। যেমন ঃ ধূম হিসাবে পান ; নস্যির মত নাকে নেয়া, মুখে দিয়ে গিলে ফেলা ঃ চিবোনো ; দাঁতের ফাঁকে রেখে দেয়া ; মাংসপেশীতে কিংবা শিরাপথে ইনজেকশান নেয়া ইত্যাদি।

দেবু ঃ আপনি বলছিলেন মাদকের ক্রিয়া কিসের উপর নির্ভর করে ; আমি অন্য প্রশ্ন করে আপনাকে বাধা দিলাম।

বাদ্য : হ্যাঁ, আবার কিছু ক্রিয়া আছে যেগুলো ব্যক্তির দৈহিক এবং মানসিক অবস্থানির্ভর।

দেবু ঃ আচ্ছা। আপনি বললেন মাদকের বিশুদ্ধতা এবং পরিমাণের উপর তার ক্রিয়া নির্ভর করে। বেশী পরিমাণ মাদকে নেশা বেশী হবে সেটা বোঝা যায়। মাদকে যদি ভেজাল থাকে তাহলে ভেজালের পরিমাণ এবং ভেজাল হিসাবে ব্যবহৃত বস্তুর ধর্মের উপর মাদকের ক্রিয়া নির্ভর করবে সেটা বোঝা যায়। কিন্তু ঘনত্ব ব্যাপারটা তো বুঝলাম না।

বাদ্য ঃ ব্যাপারটায় দুর্বোধ্য কিছু নেই। পানীয় মদের ক্রিয়া নির্ভর করে প্রধানত তার ভিতরে সুরাসারের পরিমাণের উপর। বীয়ারে যদি শতকরা পাঁচ ভাগ সুরাসার

থাকে আর ভোদকায় যদি থাকে শতকরা চল্লিশ ভাগ তাহলে যে পরিমাণ ভোদকা খেয়ে একটা লোক মাতাল হবে বীয়ার খেয়ে মাতাল হতে হলে তাকে খেতে হবে তার আট গুণ।

অঙ্কটা অবশ্য অতটা সহজ নয়—নেশার অন্যান্য কারণ বিচার করলে ব্যাপারটা আর একটু জটিল হবে।

গাঁজা, ভাঙ, চরস, সিদ্ধি এগুলো একই গাছ থেকে হয় এবং এগুলির মাদক সর্বক্ষেত্রেই এক। এমন গাঁজা আছে যাতে মাদক প্রায় নেই বললেই চলে। সে গাঁজা যতই খাওয়া যাক নেশা তাতে হবে না। গাঁজা গাছের প্রকারভেদ অনুসারে মাদকের পরিমাণেও প্রকারভেদ হয়। এমন গাঁজা আছে যাতে মাদকের পরিমাণ শতকরা প্রায় পনেরো ভাগ। তাহলে একজন যদি এমন গাঁজা খান যাতে মাদকের পরিমাণ শতকরা আধ ভাগ মাত্র, অন্য একজন যদি একই পরিমাণ গাঁজা খান কিন্তু তাতে মাদকের পরিমাণ যদি শতকরা পনেরো ভাগ থাকে তাহলে দুজনের নেশায় তারতম্য হওয়া উচিত ত্রিশ গুণ।

এই রকম হিসাব আফিং সম্পর্কেও দেওয়া যায়। এ হিসাব মাদক যদি বিশুদ্ধ হয় তাহলে যা হওয়া উচিত তাই। কিন্তু মাদক যারা বিক্রি করেন তাঁরা কেউই সচ্চরিত্র নীতিবাগীশ নন। ভেজাল দিতে তারা কসুর করেন না। এক গ্রাম সাদা হিরোইন (হোয়াইট সুগার) যদি আড়াইশ টাকায় বিক্রি করা যায় তাহলে তার সঙ্গে এক গ্রাম গ্লুকোজ মেশালে তার পরিমাণ হবে দুগ্রাম। সেটা বিক্রি হবে পাঁচশ টাকায়। এত টাকার লোভ চোরাকারবারীদের পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়। মাদক হিসাবে হিরোইনের শক্তি অবশ্য অর্ধেক হয়ে যাবে।

দেবু ঃ তাহলে বলুন ভেজালেও উপকার হয়।

বদ্যি ঃ সব সময় নয়। খবরের কাগজে প্রায়ই দেখতে পাবেন ভেজাল মদ খেয়ে ডজন ডজন লোক মারা যায়।

দেবু ঃ মনের উপর মাদকের ক্রিয়া সম্পর্কে কিন্তু কিছু বললেন না।

বদ্যি ঃ মাদক অনেক সময় উপস্থিত মানসিক অবস্থাকে উত্তেজিত করে বাড়িয়ে দিতে পারে আবার মনের গভীরে যে মনোভাব চাপা ছিল সে ভাবকে উসকে দিতে পারে। তবে নেশা যে করেছে তার নিকট পরিবেশ এবং মাদকের কাছ থেকে তার আকাঙ্ক্ষা এগুলোর ওপরেও মাদকের প্রতিক্রিয়া অনেকটাই নির্ভর করে। লোকটি যদি ক্লান্ত থাকে কিংবা সে যদি শুধু বা খালিপেটে নেশা করে, তাহলে নেশাটা অনেক বেশী জোরদার হয়।

মাদকের শ্রেণী বিভাগ

দেবু ঃ এর আগে প্রশ্ন করেছিলাম, মানুষ কত রকম নেশা করে। তাতে হয়তো আপনি বিরক্ত হয়েছিলেন। আপনার ভাবখানা ছিল নেশার ব্যাপারটা সমুদ্রের মতো বিরাট। সেইজন্য আপনাকে প্রশ্ন করি সাধারণভাবে আপনি যা বলেছেন সে কি সব নেশার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ?

বাদ্য ঃ সব মন্তব্য সব নেশার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মাদকগুলিকে আমরা প্রায়ই চারভাগে ভাগ করি।

প্রথম ঃ যারা স্নায়ুর ক্রিয়া অবদমন করে ; যেমন মদ, বারবিটিউরেট ; আফিং—আফিং থেকে তৈরী অন্যান্য মাদক, যথা ঃ কোডিন, মরফিন, হিরোইন ইত্যাদি এবং মিথাকুয়ালোন।

স্বল্পমাত্রায় খেলে এগুলি মনে একটা আনন্দদায়ক প্রশান্তি (ইউফোরিয়া) আনে। বেশীমাত্রার গ্রহণ করলে লোকটি ঘুমিয়ে পড়ে। অত্যন্ত বেশী খেলে মৃত্যুও হতে পারে। কারণ স্নায়বিক ক্রিয়ার অবদমন তখন এমন বেশী হয় যে জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক ক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায়। অত্যাবশ্যক ক্রিয়া বলতে আমরা বুঝি শ্বাসক্রিয়া, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্রেণী উত্তেজক। এর ভিতরে রয়েছে কেফিন (চা, কফি ইত্যাদি), নিকোটিন (তামাক, সিগারেট, বিড়ি ইত্যাদি), এমফিটামিন, কোকেন ইত্যাদি। এগুলি স্নায়বিক ক্রিয়া বৃদ্ধি করে। এরা বিশেষ করে বাড়ায় সমবেদী স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া। (সিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম)। সমবেদী স্নায়ুতন্ত্রের কাজ দেহকে কর্মের জন্য প্রস্তুত করা। এই মাদকগুলি কর্মসময়ের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে দেয় এবং কমিয়ে দেয় ঘুম আর বিশ্রামের ইচ্ছা।

তৃতীয় শ্রেণীর মাদক অলীক অনুভূতি সৃষ্টি করে। এগুলির ভিতর রয়েছে ঃ মেসকালিন, এল এস ডি (লিসারজিক অ্যাসিড ডাই-ইথিল-এ্যামাইড)। এই মাদকগুলি চেতনার অদ্ভুত অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করে। নেশাগ্রস্তদের এই অবস্থায় অনুভূতির সঙ্গে মানসিক রোগীদের অনুভূতির সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। অনুভূতি সম্পর্কে বোধ এবং চেতনায় অনেক সময়ই থাকে পূর্ণ পার্থক্য। ফলে সৃষ্টি হয় অলীক অনুভূতি (হ্যালুসিনেশান) আর ভ্রান্তি (ডেলুশান)। তাছাড়া হয় সাধারণ পরিবেশ সম্পর্কে অসাধারণ প্রতিক্রিয়া।

গাঁজা, সিদ্ধি, ভাঙ, চরস এগুলি যদিও অলীক অনুভূতি সৃষ্টি করে তবুও এগুলির ক্রিয়ার কিছু বৈসাদৃশ্য থাকে বলে অনেক পণ্ডিত এগুলিকে একটি স্বতন্ত্র চতুর্থ শ্রেণীর মাদক বলে মনে করেন।

মাদকের শ্রেণীবিভাগ অন্যভাবেও করা হয়।

যেমন আইনী আর বেআইনী।

মদ, গাঁজা আইনত অনুমোদনীয় কিন্তু হিরোইন নয়। আপনি যদি সরকারের পাওনা দিয়ে আইনত মদ, গাঁজা কেনেন—অর্থাৎ চোরাকারবারীদের কাছ থেকে না কেনেন এবং মদ, গাঁজা খেয়ে আইন ভঙ্গ না করেন তাহলে আইনত আপনার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা সম্ভব নয়। কিন্তু কারো কাছে সামান্য হিরোইন যদি থাকে—সে যদি হিরোইন নাও খায় তা হলেও বেআইনী কাজের জন্য তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা হতে পারে।

তাছাড়া ভাগ করা যায় সামাজিক অনুমোদনের ভিত্তিতে। আমাদের বাঙালী সমাজে চা, সিগারেট, কফির সামাজিক অনুমোদন রয়েছে, কিন্তু মদ, গাঁজার নেই।

সামাজিক অনুমোদন থাকার অর্থ একবার নেশাগ্রস্ত হলে সে নেশা ত্যাগ করা তুলনায় আরো কঠিন।

এ কথাগুলো বলা হোল সেই সমস্ত রসায়ন সম্পর্কে যেগুলি শুধুমাত্র মাদক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কতকগুলি রসায়ন আছে যেগুলি চিকিৎসকরা ব্যবহার করেন এবং রোগীদের ব্যবস্থা দেন। তখন সেগুলি আইনী। উদাহরণ ঃ মরফিন, পেথিডিন, পেন্টাজোসিন ইত্যাদি। কিন্তু রসায়নে যদি অত্যাসক্তি হয় তাহলে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই নেশাগ্রস্তরা সে রসায়ন ব্যবহার করে। সেক্ষেত্রে এগুলি সংগ্রহ করতে হয় চোরা-কারবারীদের কাছ থেকে। তখন একই রসায়ন পরিণত হয় বেআইনী মাদকে। এই রসায়নের নেশা প্রসারের একটি প্রধান মাধ্যম চিকিৎসক এবং চিকিৎসাকেন্দ্রগুলি।

কতকগুলি ভেষজ চিকিৎসকরা ব্যবহার করেন এবং রোগীদের জন্য ব্যবস্থাপত্রে নির্দেশ দেন কিন্তু সেগুলি ব্যবস্থাপত্র ছাড়া কিনতে পাওয়া যায়। সেগুলিতে যখন রোগীদের নেশা জন্মে তখন তারা সেগুলি আইনানুগ উপায়েই সংগ্রহ করতে পারেন। এগুলির ভিতরে প্রথমেই মনে পড়ে হাঁপি কাশির পেটেন্ট ওষুধের কথা।

দেবু ঃ কাশির ওষুধ ?

বদ্যি ঃ হ্যাঁ, কাশির ওষুধে থাকে কোডিন আর এফেড্রিন। কোডিন আফিং-এর একটি উপাদান। তৈরী হয় আফিং থেকে। এফেড্রিনের মানসিক বৈকল্য সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে।

সুতরাং নেশার উপাদান হিসাবে অনেক নেশাখোরই কাশির সিরাপ কিম্বা মিক্সচার পছন্দ করেন।

দেবু ঃ তা বলে আপনি নিশ্চয়ই বলতে চান না যে কাশির চাইতে কাশির ওষুধ বেশী বিপজ্জনক।

বদ্যি ঃ ঠিক সেই কথাই আমি বলতে চাই। এবং আরো বলতে চাই এরকম হাজারো ওষুধে নেশা প্রসারিত হয় ডাক্তারদের মাধ্যমে। অবশ্য এটা তাদের ইচ্ছাকৃত তা আমরা বলছি না।

দেবু ঃ রোজ ব্যবহার হয় অথচ নেশা ধরে যেতে পারে এরকম আর দু-একটা ওষুধের নাম বলবেন ?

বদ্যি ঃ কেন ? প্রথমদিকে তো অনেকগুলো নাম বললাম। তখন আপনি পিছিয়ে গেলেন মহাভারতের ভয়ে।

তবে এক্ষেত্রে সবচাইতে ভয়ের ব্যাপার হল এ ওষুধগুলো কেনায় আইনের কোনো বাধা নেই, কোনো তিরস্কার নেই সমাজের। তাছাড়া ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে বিজ্ঞাপনও দেয়া হয় নিয়মিত। অবশ্য নেশা হিসাবে নয়, ওষুধ হিসাবে।

নেশা, যৌনজীবন এবং অপরাধ

দেবু ঃ এবার একটা অন্য প্রশ্ন করছি।

বদ্যি ঃ করুন।

দেবু : আচ্ছা, নেশার সঙ্গে যৌনজীবনের কি কোনো সম্পর্ক আছে?

বদ্যি : যৌনজীবনের অর্থ যদি পরিবারভিত্তিক সুস্থ পারিবারিক জীবন হয় তাহলে যে কোনো নেশাতেই তার ক্ষতি হবার কথা। তবে সব নেশার ক্রিয়া এক রকম না একথা পারিবারিক জীবন এবং যৌনজীবন সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

দেবু : আর যদি শুধু যৌনক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করি?

বদ্যি : একক যৌনক্রিয়া সম্পর্কে বললে ব্যাপারটা অসম্পূর্ণ থাকবে, থুড়ি, ভুলও হতে পারে।

দেবু : অর্থাৎ?

বদ্যি : এর আগে বলেছি বিভিন্ন মাদক তার রাসায়নিক গঠন এবং ব্যক্তির মনের গঠন অনুসারে মস্তিষ্কের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রকে স্বাভাবিকের তুলনায় উত্তেজিত কিংবা অবদমিত করে। ফলে সুসংগঠিত একটি ব্যক্তির সংগঠিত ব্যক্তিত্ব অসংগঠিত হয়ে যায়। যৌন ব্যাপারে সামাজিক রীতি এবং অনুমোদনের সঙ্গে হয়তো সে ব্যক্তি সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে না। বাক্যে ও কর্মে শ্লীলতার রীতি সে লঙ্ঘন করতে পারে। তখন হয়তো তাকে মনে হবে কামুক লম্পট কিম্বা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা নপুংসক। কিন্তু এসবের কারণ : মাদক তার সংগঠিত ব্যক্তিত্বকে বিশৃঙ্খল করে দিয়েছে। যৌন ক্ষমতা তার বাড়ে না বরং স্বাস্থ্যের অবনতির দরুন কমতে পারে।

দেবু : যে লোক নেশা করে, নেশা করার আগে তার ব্যক্তিত্ব কি স্বাভাবিক থাকে বলে আপনার মনে হয়?

বদ্যি : দেখুন বিজ্ঞানে স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের কোনো সংজ্ঞা নেই। তবে আমাদের ধারণা নেশাগ্রস্ত হবার আশঙ্কা আছে এরকম ব্যক্তিত্বেরও কোনো সংজ্ঞা নেই। অর্থাৎ কেউ যদি এসে প্রশ্ন করে যে সে মাঝে মাঝে মদ খেলে তার মদের নেশা জম্মাতে পারে কি না তা হলে সে প্রশ্নের উত্তর দেবার কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি আমরা খুঁজে পাব না।

দেবু : চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি অসামাজিক ক্রিয়ার সঙ্গে নেশার কি সম্পর্ক?

বদ্যি : সংগঠিত ব্যক্তিত্ব বিশৃঙ্খল হওয়ার ফলে যে কোনো অসামাজিক কর্মে তার মানসিক বাধা না থাকতে পারে। মস্তিষ্ক সুস্থ থাকলে নিজের রোজগার করা টাকায় স্ত্রীর সংসার খরচ, ছেলের দুধের দাম আর সিগারেট মদের খরচ এগুলির ভিতরে কার অগ্রাধিকার সেটা শেখাতে হয় না। কিন্তু নেশাগ্রস্ত মানুষকে চেষ্টা করেও শেখানো যায় না। সুস্থ মস্তিষ্কে যে একটা পাখী মারতে পারে না নেশা করে সে হয়তো মানুষ খুন করতে পারে। অথচ সে পালোয়ান হয়ে যায় না।

নেশাখোরের ব্যক্তিত্ব

দেবু : আজ দু'দিন ধরে আপনার সঙ্গে নেশা সম্পর্কে আলোচনা করছি, কিন্তু নেশাগ্রস্তদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোনো সুষ্ঠু ধারণা আমার হলো না। একটা সুস্থ লোক নিজেকে স্বেচ্ছায় অসুস্থ করে। তাকে জোর করে আটকে রাখার পর যখন তাকে আমাদের কাছে স্বাভাবিক মনে হয় এবং আপাতদৃষ্টিতে সে নিজেকে স্বাভাবিক বলে

মনে করে তখনও তাকে মুক্তি দিলে সে নেশা করে। অর্থাৎ নিজের সুস্থ চেতনাকে বিকৃত করাই তার জীবনের অভিমুখ।

একটা মানুষ সম্পর্কে একথা ভাবতে কিছুতেই ইচ্ছা করে না।

বদ্যি ঃ খানিকটা ধারণা হয়েছে বৈকি। কোনো বিশেষ মাদকের উল্লেখ না করে শুধুমাত্র সাধারণভাবে নেশার সম্পর্কেই উল্লেখ করেছেন সুষ্ঠু ধারণার এও একটা অংশ। তার অর্থ মূল সমস্যা কোনো বিশেষ নেশা নয়—অর্থাৎ জীবনমুখী দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে তারা প্রতিদিনের বাঁচার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় না, তারা চায় সে লড়াই থেকে পালাতে। তার জন্যে প্রয়োজন হলে সে জীবন থেকেও পালাবে, অর্থাৎ বেছে নেবে মৃত্যুকে।

সাধারণভাবে নেশাটাই যে আসল সমস্যা, কোনো বিশেষ একটি মাদক সে সমস্যা নয়—এ তথ্য বোঝা যায় আরও কয়েকটি অভিজ্ঞতা থেকে।

দেবু ঃ যেমন ?

বদ্যি ঃ বহুক্ষেত্রে দেখা যায় কোনো রোগীকে একটা নেশা ছাড়তে বাধ্য করলে সে অন্য নেশায় অভ্যস্ত হতে চেষ্টা করে. সে নেশা তার মূল নেশার সমধর্মী না হলেও।

দেবু ঃ কি রকম ?

বদ্যি ঃ যেমন মদ্যপানের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যায় যে মদ আর সে ছুঁতে পারবে না, তাহলে সে অনেক ক্ষেত্রে বারবিটিউরেট কিংবা মিথাকুয়ালোন কিংবা আফিং জাতীয় নেশা শুরু করে। এর অর্থ আমরা খানিকটা বুঝতে পারি। দুরকম নেশাই স্নায়ুতন্ত্র অবদমনকারী সুতরাং একটার বদলে আর একটা চলতে পারে।

কিন্তু এগুলোর কোনটাই যদি সে না পায় তাহলে স্বচ্ছন্দেই সে গাঁজা কিংবা চরস কিংবা সিদ্ধি শুরু করতে পারে। যদিও মদ এবং গাঁজার চরিত্রে পার্থক্য অনেক।

তাছাড়া রয়েছে নেশার ফ্যাশানের অর্থাৎ ঢং-এর পরিবর্তন। এক এলাকায় এক সময় হয়তো দেখা গেল পনের থেকে পঁচিশ বছরের ছেলেদের ভিতরে মদ খাওয়াই ফ্যাশান। কিন্তু দশ বছর বাদে সে এলাকায় সে সময়কার ঐ ছেলেদের ভিতর গাঁজার নেশা প্রধান হয়ে দাঁড়াতে পারে।

যেমন আমার কর্মজীবনে দেখেছি, প্রথম দিকে মদের নেশার চিকিৎসা শিখতে হয়েছে, কারণ সেটাই ছিল প্রধান নেশা।

তারপর এল মিথাকুয়ালোনের ঢেউ। এখন আমাদের চোখের উপর মিথাকুয়ালোনের নেশা কমছে—হিরোইনের নেশা বাড়ছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পাণ্ডিত্যাভিমানী চিকিৎসকদের সেইজন্য দাবি, নতুন ধরণের নেশার আবির্ভাবকে নতুন সংক্রামক রোগের আবির্ভাবের মতই বিপদ বলে মেনে নিতে হবে। নতুন ধরনের নেশায় আসক্তদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে ঠিক সংক্রামক রোগীদের যেভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয় সেইভাবে।

উদ্দেশ্য ঃ উভয় ক্ষেত্রেই এক ধরনের নতুন রোগের প্রসার বন্ধ করা।

নেশাগ্রস্তদের মনের গতি আমিও বুঝি না। সুস্থ মানুষের মনের গতিই কি

বুঝি? তবে বৌদ্ধ দার্শনিকদের মন সম্পর্কে আলোচনা অনেক সময় কিছু নেশা-গ্রস্তের চরিত্র সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করতে পারে।

দেবু: বৌদ্ধ যুগেও লোকে নেশা করত?

বদ্যি: নেশা নিশ্চয়ই করত। তবে নেশা নিয়ে বিশেষভাবে কোনো আলোচনা তাঁরা করছেন বলে আমার জানা নেই। আমি বলছিলাম মনের গঠনের একটা কাল্পনিক প্রতিরূপের কথা, যেহেতু মন সম্পর্কে আমরা সবাই অজ্ঞ, সেইজন্য মনের কাল্পনিক প্রতিরূপ গঠনের চেষ্টা সেই আদিকাল থেকেই চলে আসছে। বিংশ শতাব্দীতে ফ্রয়েডের কল্পিত প্রতিরূপ তার একটা সামান্য অংশ মাত্র।

বৌদ্ধ অভিধর্মে বুদ্ধঘোষ, বসুবন্ধু, অসঙ্গ প্রমুখ বাঘা বাঘা পণ্ডিত মনস্তত্ত্ব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনা থেকে একটা প্রতিরূপ আমি উল্লেখ করছি।

এই প্রতিরূপে মনের তিনটি অংশ কল্পনা করা হয়েছে—স্পর্শ, বেদনা এবং চেতনা। স্পর্শ—(পালিতে ফসস) বলতে এঁরা বুঝছেন জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বসম্পর্কীয় সমস্ত উপলব্ধি। অবশ্য বৌদ্ধদের সমস্ত বক্তব্যই তাঁদের ক্ষণিকবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। অর্থাৎ স্পর্শ—এবং সমগ্র মনই ব্রহ্মাণ্ডের মত ক্ষণস্থায়ী এবং সদা পরিবর্তনশীল। বুদ্ধঘোষ তাঁর অথসালিনি বইয়ে এর সঙ্গে তুলনা করেছেন প্রাসাদের প্রধান স্তম্ভের সঙ্গে আর মনকে তিনি তুলনা করেছেন প্রাসাদের সঙ্গে। এই মূল স্তম্ভের উপরেই দেয়াল কড়িবর্গাসমেত সমগ্র প্রাসাদ অর্থাৎ মনের প্রতিষ্ঠা।

বুদ্ধঘোষ বলছেন, এই স্পর্শ থেকেই বেদনা অর্থাৎ বোধ এবং ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়, তা থেকেই সৃষ্টি হয় প্রেরণা এবং উদ্যম। ব্যাপারটা অবশ্য সাধারণ কার্যকারণ তত্ত্বের মত সহজ নয়। বৌদ্ধ যুক্তি আমাদের মত স্বল্পবুদ্ধি লোকের কাছে বেশ জটিল, হয়ত দুর্বোধ্যও বটে, তবে আমাদের আলোচনার পক্ষে বেদনা সম্পর্কে এটুকু জানলেই চলবে।

চেতনা বলতে ও'রা বোঝাচ্ছেন মনের ক্রিয়াশীল অংশ।

সংকেতটা অনেকটা ঐরকম:

উত্তেজনা—প্রেরণা—ক্রিয়া

নেশাতে বিকৃত হয় স্পর্শ—অর্থাৎ বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা বিকৃত হয়, ফলে বিকৃত হয় প্রেরণা এবং তার ফলশ্রুতি অস্বাভাবিক ক্রিয়া।

মানসিক রোগেও একই পদ্ধতির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। পার্থক্য শুধু কারণে।

দেবু: এতক্ষণ আপনি গভীর তত্ত্ব বললেন। সাধারণ ভাষায় নেশাখোরের চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলবেন?

বদ্যি: মানুষের বেঁচে থাকতে হলে পরিবেশ সম্পর্কে সুস্থ চেতনা এবং বিচার বুদ্ধি অবশ্য প্রয়োজন। এখানে চেতনা শব্দ কিন্তু আমাদের আধুনিক বাংলা অর্থে ব্যবহার করছি—বৌদ্ধ দার্শনিকের অর্থে নয়। নেশার প্রধান আক্রমণ চেতনার বিরুদ্ধে।

যে নেশাখোর নয়, তার জীবনে নানা আকর্ষণ থাকে। যেমন ঃ ভাল ভাল খাওয়া, পরা, শিক্ষ-সংস্কৃতি, খেলাধুলা ইত্যাদি। এগুলির ভিতরে একটি দুটির আকর্ষণ প্রধান, বাকিগুলি অপ্রধান। মা বাপের প্রধান আকর্ষণ হয়তো সন্তান, স্বামীর প্রধান আকর্ষণ স্ত্রী, স্ত্রীর প্রধান আকর্ষণ হয়তো স্বামী।

সত্যিকারের নেশাখোরের প্রধান আকর্ষণ তার নেশা।

সামাজিক মানুষ খোলাখুলি এমন কোনো কাজ করে না যার সামাজিক অনুমোদন নেই। কারণ সমাজ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না। সে খোলাখুলি পরস্ব অপহরণ করবে না। বিবাহবহির্ভূত যৌনসঙ্গম করবে না।

এক্ষেত্রে তাকে বাধা দেবে তার সামাজিক বন্ধন, তার পারিবারিক বন্ধন।

নেশাখোরের প্রধান আকর্ষণ মাদক, তার প্রধান বন্ধন মাদক—অন্য প্রত্যেক আকর্ষণ তার কাছে গৌণ।

তাদের যৌনজীবন আর পরস্ব অপহরণ সম্পর্কে এর আগে খানিকটা উল্লেখ করা হয়েছে।

তারা পরস্ব অপহরণ করে অর্থাৎ চুরি করে নেশার টাকা সংগ্রহ করার জন্য। যা সে চুরি করেছে সে জিনিসটি তার পছন্দ বোলে নয়।

আসলে তার মানসিক ভারকেন্দ্র নেশা। নেশার পথে খানিকটা অগ্রসর হওয়ার পর একদিকে বাড়ে নেশার প্রয়োজন অন্যদিকে বাড়ে আর্থিক অভাব। তখন হয়তো সে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, কর্মক্ষমতা তার কমেছে। সুতরাং চুরি আর মিথ্যা কথা ছাড়া অন্য কোনো পথ তার নেই।

একই কারণে নেশাগ্রস্ত মেয়েরা নিস্পৃহভাবে বেশ্যাবৃত্তি করে। আকাঙ্ক্ষা তাদের যৌন সুখভোগ নয়—তারা চায় মাদক। তাদের মূল্যবোধের বিচারে মাদকেরই অগ্রাধিকার।

তাছাড়া এই সময় যৌনক্ষমতা এবং যৌন-আকাঙ্ক্ষা তুলনায় অনেক কমে যায়।

দেবু ঃ মাদকাসক্তদের বিকৃত মূল্যবোধের আর কি প্রকাশ আপনারা দেখতে পান?

বদ্যি ঃ চরিত্রের দিক দিয়ে এদের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য মিথ্যা কথা বলা। কখনো মনে হয় মিথ্যা কথা বলা এদের সহজাত বৃত্তি, কখনো মনে হয় সত্য-মিথ্যায় কোনো পার্থক্যবোধ এদের নেই।

চিকিৎসকরা সেজন্য এদের কথা বিশ্বাস করতে পারেন না। অথচ রোগীর সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারলে তাদের আচরণের পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আমাদের কাছে এ এক উভয় সঙ্কট।

তাছাড়া এরা হয় যেমন নোংরা তেমনি দায়িত্বজ্ঞানহীন।

এদের চরিত্রের আর একটি লক্ষণীয় দিক ভালবাসার বন্ধনের অভাব। স্ত্রী, পুত্র, বাবা, মা, চাকরি, অর্থ, বিত্ত সবার চাইতে বেশি আকর্ষণ এদের মাদকে। কোনো আকর্ষণ, কোনো ভালবাসাই এদের মাদক থেকে বিরত করতে পারে না। কিন্তু মাদকের সঙ্গে তুলনা না করেও বোঝা যায় সর্ববিষয়েই এদের স্পৃহা কম।

দেবু ঃ আপনার সঙ্গে আলোচনায় সমস্যার গুরুত্ব খানিকটা বোঝা গেল। কিন্তু

বলতে পারেন কত লোক আমাদের দেশে মাদকাসক্ত? দেশের সম্পদের কত অংশ মাদকের জন্য ব্যয় হয়?

নেশাখোরের সংখ্যা

বদ্যি : এ সম্পর্কে কোনো পরিসংখ্যান আছে বলে আমার জানা নেই। বিদেশে অর্থাৎ ইউরোপ-আমেরিকায় কিছু কিছু পরিসংখ্যান করা হয়েছে।

তবে চা, কফি, তামাক (সিগারেট, বিড়ি, খইনি, জর্দা, নস্যি ইত্যাদি), মদ, গাঁজা (সিদ্ধি, ভাঙ, চরস) আফিং (মরফিন, কোডিন, হিরোইন ইত্যাদি); মিথাকুয়ালোন (ম্যানড্রাক্স, প্রোডোর্ম ইত্যাদি), এ্যাম্ফিটামিন ইত্যাদি সব মিলিয়ে হিসাব করলে মনে হয় জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশই কোনো না কোনোভাবে মাদকাসক্ত। এবং অনেকেরই আসক্তি একাধিক মাদকে। যেমন—চা, সিগারেট, মদ সব ক'টাই অনেকে খান। তাছাড়া সানাইয়ের পোঁ-এর মতো চা, কফি, সিগারেট প্রায় সব মাদকাসক্তই অন্যান্য মাদকের সঙ্গে ব্যবহার করে।

দেবু : আপনার ভাষায় মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ চেতনার বিরুদ্ধে এই যে আক্রমণ একে প্রতিরোধ করার উপায় কি? এ সংগ্রামে পূর্ণ জয়লাভের সম্ভাবনা কতটা? এ বিষয়ে আপনি কিছু বলতে পারেন?

বদ্যি : আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন নিয়েই প্রথমে আলোচনা করা যাক। পূর্ণ জয়লাভ অর্থাৎ মানুষের সমাজে সুস্থ চেতনার পূর্ণ আধিপত্য—এরকম অবস্থা নিকট ভবিষ্যতে হওয়া সম্ভব বলে আমার মনে হয় না। তবে পূর্ণ জয়লাভ নাই বা হোল, আংশিক জয়লাভের চেষ্টা করলে ক্ষতি কি? এরকম দৃষ্টান্ত এখনো রয়েছে।

দেবু : যেমন?

বদ্যি : চীন দেশে আসবাসক্ত নেই। ওদের দেশে সবচাইতে বিখ্যাত মদ মাও তাই অনেকে খায়। শুনেছি এ মদ ওরা বিদেশে রপ্তানী করে, কিন্তু আসবাসক্ত অর্থাৎ মদে অত্যাসক্ত (এ্যালকোহলিক) ওদেশে নেই। ওদেশের জনসংখ্যা একশো কোটিরও বেশি।

দেবু : কিন্তু রাশিয়াতে তো রয়েছে।

বদ্যি : রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপে মদে অত্যাসক্তি রীতিমতো একটা সমস্যা। অথচ চীনে মদ ছাড়া অন্যান্য মাদকাসক্ত প্রায় নেই বললেই চলে। তবে চা, তামাক রয়েছে। চীনের সমস্যা শুনেছি তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি। সে বৃদ্ধির হার ভয়াবহ। শুনেছি ইউরোপের তথা পৃথিবীর বহু দেশের জনসংখ্যা হ্রাসের একটা কারণ মদে অত্যাসক্তি। এ তথ্যের সাধারণীকরণ করে বলা হয়: উৎকণ্ঠার বিরুদ্ধে সংগ্রামে যারা জীবন-বিরোধী পথ নিয়েছিল জীবন তাদের পরিত্যাগ করেছে।

দেবু : আপনি কি এ সাধারণীকরণে বিশ্বাস করেন?

বদ্যি : বিজ্ঞানকর্মী হিসাবে বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক সমর্থন আমার কাছে নেই। সুতরাং বিশ্বাসের প্রশ্ন আসে না। তবে মনে এলো বললাম।

দেবু : চীনে মদে অত্যাসক্তি না থাকার কারণ কি বলতে পারেন?

বদ্যি : না, আমি পারি না—কোনো মনস্তাত্ত্বিক পারেন বলে জানি না।

দেবু ঃ কি রকম ?

বদ্যি ঃ দেখুন, পৃথিবীতে দুটি জাতের ভিতরে মদে অত্যাশক্তি দেখা যায় না বললেই চলে ঃ ইহুদী আর চীনা। আমেরিকায় যে দু-একটা চীনা আসবাসক্ত পাওয়া যায় তাদের পূর্বপুরুষ আমেরিকায় এসেছে কয়েক পুরুষ আগে। চীনা অভিবাসী-দের [যাঁরা চীন ছেড়ে নতুন করে আমেরিকায় বসবাস স্থাপন করেছেন (ইমিগ্র্যান্ট)] প্রথম এবং দ্বিতীয় পুরুষে মদে অত্যাসক্তি প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। এর কারণ আমরা বুঝতে পারি না।

অথচ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের ভারতীয় মুৎসুদ্দিরা চীনাদের আফিং-এর নেশা ধরিয়ে দেবার চেষ্টায় বেশ সফল হয়েছিলেন।

চীন থেকে আফিং তাড়াতে প্রয়োজন হয়েছিল একটা সশস্ত্র বিপ্লব। নতুন সরকার আসার পর তবে চীন থেকে বিদায় হয়েছে আফিং, মরফিন, হিরোইন ইত্যাদি।

দেবু ঃ এখানে আমার প্রথম প্রশ্ন—চীনে আফিং প্রসারে ভারতীয় মুৎসুদ্দির কথা উল্লেখ করলেন কেন ?

বদ্যি ঃ আমি যতদূর জানি আহিফেন যুদ্ধের সময় যে তিনটি আহিফেনের জাহাজ চীনারা পুড়িয়ে দিয়েছিল তার মালিকরা সবাই ছিলেন ভারতীয়। বাঙালী এক-জনই ঃ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।

দেবু ঃ আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন—চীনে মদ এবং আফিঙের অত্যাসক্তির ইতিহাসের সঙ্গে নেশার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সম্পর্ক কি ?

বদ্যি ঃ চীনাদের ভিতরে মদে অত্যাসক্তির সম্ভাবনা এত কম থাকার কারণ যদি আমরা খুঁজে বার করতে পারি তা হলে হয়তো নেশার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটা পথ আমরা খুঁজে পাব।

কিন্তু অনেকটাই নির্ভর করে আবার সমাজ এবং সরকারের শুভবুদ্ধির উপরে।

দেবু ঃ কি রকম ?

বদ্যি ঃ আফিং ইত্যাদি নেশা উৎখাতের সঙ্গে চীনে নতুন সরকারের নীতির একটা কার্যকারণ সম্পর্ক থাকতে পারে। সে কারণ আংশিক, না পূর্ণতা আমি বলতে পারি না।

দেবু ঃ কার্যকারণ সম্পর্ক বলছেন কেন ?

বদ্যি ঃ আফিং-ঘটিত মাদক ছাড়াতে অভিজ্ঞ চিকিৎসক প্রয়োজন, প্রয়োজন উপযুক্ত হাসপাতাল। অত বড় দেশে নতুন চীনা সরকার নিশ্চয়ই সে ব্যবস্থা করেছিলেন। তাছাড়া দরকার দেশে বে-আইনী কিংবা আইনী কোনো উপায়েই যাতে আফিং প্রবেশ করতে না পারে এরকম সরকারী এবং সামাজিক পরিবেশ।

এ ছাড়া সাফল্য অসম্ভব।

আমাদের দেশের অবস্থা বিচার করুন। চা, কফি তামাক, মদ, গাঁজা, আফিং এগুলি থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার নানাভাবে বহু শত কোটি টাকা শুল্ক হিসাবে নিশ্চয়ই পান। কিন্তু সারা দেশে নেশা ছাড়াবার কোনো ব্যবস্থা নেই। না আছে বিনামূল্যের হাসপাতাল না আছে অর্থের বিনিময়ে হাসপাতাল। এর প্রতিরোধে সরকারী প্রচেষ্টা প্রায় নেই বললেই চলে।

অর্থাৎ কতকগুলো নির্বোধ নেশাগ্রস্তের কাছে শুল্ক আদায় করে সরকার অন্য কাজে ব্যবহার করেন।

তা হলে এঁদের সঙ্গে বে-আইনী মাদক ব্যবসায়ীর প্রধান মিল ঃ উভয়পক্ষেরই স্বার্থ মাদক প্রসার।

দ্বন্দ্ব এ'দের লাভের বখরা নিয়ে।

দেবু ঃ আপনার এ রকম গুরুতর অভিযোগের ভিত্তি কি ?

বদ্যি ঃ দেখুন অপরাধতত্ত্বে বলে অপরাধীকে খুঁজে বার করতে হলে প্রথম দেখতে হবে সে অপরাধে লাভবান হচ্ছে কে ?

দেবু ঃ সেই জনাই কি আপনি মাদকের চোরাকারবারী এবং প্রতিষ্ঠিত সরকারকে এক আসনে বসিয়ে বিচার করছেন ?

বদ্যি ঃ না, শুধু তাই নয়। অপরাধতত্ত্বে আরো বলে নরহত্যার প্রধান কারণ দুটো—আর্থিক এবং যৌন।

সুতরাং আমি বলতে পারি সরকার এবং চোরাকারবারীরা অর্থ লাভের জন্য নর-হত্যায় উৎসাহ দান করছে।

দেবু ঃ আপনি কি মনে করেন সরকার চেষ্টা করলে নেশা বন্ধ করতে পারে ?

বদ্যি ঃ এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে সরকার এবং জনগণের ভিতরে বিচ্ছিন্নতা কতটা তার উপরে। যদি কিছু মাত্র বিচ্ছিন্নতা না থাকে, তাহলে সরকারের নির্দেশ এবং জনসাধারণের প্রচেষ্টায় কোনো পার্থক্য থাকবে না। কিন্তু এরকম কোনো সরকার পৃথিবীতে আছে বলে আমার জানা নেই। সুতরাং বিরোধী পক্ষ থাকে এবং সেখানেই সরকারের সঙ্গে জনগণের বিচ্ছিন্নতার উৎস।

দ্বিতীয়ত—মদ, গাঁজা, তামাক ইত্যাদি তৈরী করতে যে প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োজন হয় সে বিদ্যা অত্যন্ত সহজ এবং সরল।

যে কোনো মিষ্টি রস (তাল, খেজুর, আখ ইত্যাদি) যে কোনো রকম জলমিশ্রিত শ্বেতসার রেখে দিলে হাওয়া থেকেই ইষ্টের বীজ মিশে তাতে সুরাসার তৈরী হবে।

গাঁজা গাছ নেপাল, উত্তর ভারত ইত্যাদি বহু জায়গায় জঙ্গলে অমনি হয়—চাষ করতে হয় না।

তামাক এবং আফিং-এর চাষও অত্যন্ত সরল। সুতরাং সরকারের এবং জনসাধারণের প্রচেষ্টা একত্রিত হলেই সাফল্যের সম্ভাবনা।

দেবু ঃ নিকট ভবিষ্যতে কি এরকম সম্ভাবনা আছে ?

বদ্যি ঃ আমার মনে হয় না।

দেবু ঃ আমরা কি হতাশ হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবো ?

বদ্যি ঃ তা কেন ? ষোল আনা সাফল্য যদি নাই হয় তা হলেও এক আনার জন্য চেষ্টা করতে দোষ কি ? কিংবা এক পয়সা—আধ পয়সা ? একটা মানুষ বাঁচলেও বাঁচল। আমরা তো তাই করি।

দেবু ঃ সে কথাই তো জানতে চাইছি আপনার কাছে—আপনারা কি করেন যখন নেশাগ্রস্তরা আসে আপনাদের কাছে ?

বদ্যি ঃ কি আবার করবো ? চিকিৎসা করি।

দেবু ঃ সারে কেউ ? মুক্তি পায় কেউ নেশা থেকে ?

বদ্যি ঃ পায় বৈকি। অনেকে নেশা ছেড়ে দেয়।

দেবু ঃ এই আরোগ্যের হার শতকরা কত ভাগ বলতে পারেন ?

বদ্যি : শতকরা কতভাগ ? সেরকম হিসাব দেয়া কঠিন। রোগী এবং রোগের পরিস্থিতির উপর চিকিৎসার ফল অনেকটা নির্ভর করে।

দেবু ঃ কি রকম ?

বদ্যি ঃ নেশা করার উদ্দেশ্য বাস্তব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা। নেশার ফল বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। আত্মীয়, বন্ধু, পরিবার, পরিজন সবাই বাস্তবের অংশ। এ বিচ্ছিন্নতা যদি সম্পূর্ণ হয় এবং রোগীর নিজের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক বোধ এবং নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়, তা হলে তার চিকিৎসার কোনো সুযোগই আমরা পাই না। পাড়া-পড়শী আত্মীয়-বন্ধু কেউ হয়তো জোর করে আমাদের কাছে দু' একবার নিয়ে আসে, আমরা রোগী দেখি ব্যবস্থাপত্র লিখি কিন্তু চিকিৎসা হয় না। সুতরাং ফলং মড়কং।

দেবু ঃ কেন চিকিৎসা হয় না ?

বদ্যি : কর্তা ছাড়া কর্ম হয় না। চিকিৎসাকর্ম করতে হলে প্রয়োজন হয় একজন কর্তার। এ সমস্ত ক্ষেত্রে রোগীর বিচ্ছিন্নতা এত বেশী যে বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র কেউই তার দায়িত্ব নিতে চায় না—কিম্বা চাইলেও পারে না। রোগী নিজেও তখন নিজের দায়িত্ব নিতে অক্ষম। সুতরাং কর্তা থাকে না বলে কর্ম হয় না।

দেবু : যদি সরকারী ব্যবস্থা থাকে ?

বদ্যি ঃ থাকলে কি হতো জানি না। তবে এর আগেই উল্লেখ করেছি সরকার এই সমস্ত হতভাগাদের কাছ থেকে বহু শত কোটি টাকা শুল্ক আদায় করে কিন্তু এদের চিকিৎসার বিন্দুমাত্র ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় কিম্বা কোনো রাজ্য সরকার করেছে বলে আমার জানা নেই।

তাছাড়া রয়েছে রোগীর অবস্থার প্রশ্ন।

দেবু ঃ আর্থিক অবস্থার কথা বলছেন ?

বদ্যি ঃ আর্থিক অবস্থার প্রশ্ন তো রয়েছেই। তাছাড়া রয়েছে দৈহিক আর মানসিক অবস্থার প্রশ্ন। অনেক সময় মাদক দেহের এমন ক্ষতি করে যে তখন আর রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয় না।

মানসিক দিকে আমাদের চাই তার মনের এমন একটি সংযোগ যার উপর নির্ভর করে আমরা সংগ্রাম করবো তার মাদকনির্ভরতার বিরুদ্ধে। আমাদের আকাঙ্খা থাকে ভবিষ্যতে সেই সংযোগই প্রধান আকর্ষণ হিসাবে তার জীবনে মাদকের স্থান দখল করবে। সে সংযোগ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-পরিজন হতে পারে, শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান হতে পারে, পেশাগত আকর্ষণ হতে পারে।

দেবু ঃ হ্যাঁ, বুঝলাম অনেক কিছু হতে পারে।

বদ্যি ঃ মানসিক বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ হলে কোনো রকম সংযোগই থাকে না। তখন

ডাক্তারকে সাহায্য করতে তার মনের কোনো সম্পদই এগিয়ে আসে না, এগিয়ে আসে না কোনো সংযোগই। অথচ সংযোগের অর্থ তার জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র। শুধু চিকিৎসক এবং তার সহকারী সব সময় সবকটা ছেঁড়া তার জোড়া দিতে পারেন না।

দেবু: অর্থাৎ রোগীর বিচ্ছিন্নতা একটা সীমা অতিক্রম করলে কোনো ডাক্তারই কিছু করতে পারেন না।

বাদ্য: ঠিক তাই।

দেবু: কিন্তু তবুও অন্তত কিছু রোগী নেশামুক্ত হয়—সমস্যামুক্ত হয়। ডাক্তারের ক্ষেত্রে সেটাও একটা কৃতিত্ব।

বাদ্য: নেশামুক্ত হলেই যে সমস্যামুক্ত হবে তার কোনো মানে নেই।

দেবু: কেন?

বাদ্য: ধরুন, একটি লোক দশ বছর নেশা করছে। অর্থাৎ এই দশ বছরে সে তার পরিবার, পরিজন, কর্মক্ষেত্র সব জায়গা থেকেই আংশিক কিম্বা পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আবার অন্য দিকে তার পরিবার-পরিজনও তাকে বাদ দিয়ে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত।

রোগীর ভালবাসা, কর্মশক্তি, দায়িত্ববোধ, সততা, বিশ্বাসযোগ্যতা ইত্যাদি কোনো গুণেই আর তাদের বিশ্বাস নেই।

পরিবারের লোকেরা অভ্যস্ত তাকে দায় হিসাবে ভাবতে,—সম্পদ হিসাবে নয়।

এই অবস্থায় হোলো কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ—অর্থাৎ রোগীর নেশামুক্তি।

তখন সবকটা ছেঁড়া তার জোড়া কি সহজ কাজ?

আর যদি বা জোড়ে তা হলেও তাপ্পি দেয়া তারে কি আগের সুর বাজে?

দেবু: আপনাদের চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলবেন?

বাদ্য: দেখুন, নেশার চিকিৎসা অত্যন্ত জটিল। এভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে মূল নীতিটা হয়তো বলা যেতে পারে।

দেবু: বেশ তাই বলুন।

বাদ্য: তাই বলছি। এর আগে বৌদ্ধ মনস্তত্ত্বের উল্লেখ করেছিলাম। সেখানে স্পর্শকে তুলনা করা হয়েছে প্রাসাদের মূল স্তম্ভের সঙ্গে। নেশা করলে স্পর্শ বিকৃত হয় অর্থাৎ বিকৃত হয় ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে বোধ।

আমাদের প্রথম ধাপ রোগীকে নেশার বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করা।

দেবু: কি করে?

বাদ্য: বাড়িতে কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানে জোর করে আটকে রেখে।

দেবু: তারপর?

বাদ্য: আমাদের আশা এর ফলে রোগীর স্পর্শ অনেক পরিচ্ছন্ন হবে। পরিচ্ছন্ন হবে তার বেদনা (প্রেরণা) এবং চেতনা (ক্রিয়া)।

দেবু: আটকে রাখলেই হয়?

বাদ্য: তা কেন? তার বেদনা এবং চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, পরিচ্ছন্ন করার জন্য চিকিৎসকেরা বাক্যে এবং কর্মে তাদের সাহায্য করেন।

চেষ্টা করেন তাদের পারিবারিক এবং কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ পরিবর্তন করতে।

দেবু ঃ এই বিরাট সমস্যা—সে ক্ষেত্রে কতটুকু ফল পেতে পারেন আপনারা ?

বদ্যি ঃ সে কথা আমরা ভাবি না।

দেবু ঃ তার কারণ ?

বদ্যি ঃ তার মুখ্য কারণ এটাই আমার জীবিকা।

দেবু ঃ গৌণ কারণ ?

বদ্যি ঃ গৌণ কারণ দুটো।

প্রথম ঃ কিছু না হবার চাইতে সামান্য হওয়াও ভাল।

দেবু ঃ দ্বিতীয় ?

বদ্যি ঃ আমি বিশ্বাস করি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে।

দেবু ঃ অর্থাৎ ?

বদ্যি ঃ জীবনে দ্বন্দ্ব অর্থাৎ লড়াইটাই আসল বস্তু অর্থাৎ ফলাফল থাকে হিসাবের বাইরে। সেটা আমি বাদ দিয়েছি।

দেবু ঃ একটু আগে আপনি আণবিক যুদ্ধে জীবন ধ্বংসের কথা বলছিলেন তা সত্ত্বেও আপনি লড়াইকেই আসল বলছেন ?

বদ্যি ঃ আমি বলছি জীবনের সপক্ষে লড়াইয়ের কথা—বিপক্ষে নয়।

দেবু ঃ কিন্তু যুদ্ধে জীবন যদি লুপ্ত হয় তা হলে পক্ষাপক্ষের হিসাব করবে কে ?

বদ্যি ঃ এ সংকটেও ভরসা প্রভু বুদ্ধ।

দেবু ঃ এখানেও বুদ্ধ ? মৃত্যুর পরেও ? কি রকম ?

বদ্যি ঃ দেখুন বুদ্ধদেব বলেছেন ব্রহ্মাণ্ডের সবই ক্ষণিক। কিছুই স্থায়ী নয়। জড়জীবন-যৌবন সবক্ষেত্রেই এই ক্ষণিকবাদ প্রযোজ্য। সেই যুক্তিতে মৃত্যুও ক্ষণিক. সেও স্থায়ী নয়। আমার দেহের বিভিন্ন উপাদান চেতনার বিভিন্ন উপাদান—এদের কিছুরই মৃত্যু নেই। রয়েছে শুধু মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা আর ভীতি। চেতনা থাকবে। নাই বা হোলো তখনকার সেই চেতনা এই আমার।

সুতরাং চেতনার মৃত্যু নেই ! মৃত্যু নেই জীবনের সপক্ষে সংগ্রামের।

———

নেশা সম্পর্কীত লেখকের অন্যান্য বই

মদ

তামাক

হিরোইন-মরফিন-আফিং

গাঁজা চরস সিদ্ধি

অন্য নেশা

বাউলমন প্রকাশন-এর বই

মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইন ও ইনফেল্ড

- পদার্থবিদ্যার বিবর্তন ৪০ টাকা ভাষান্তর : শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন

- অপেক্ষবাদ ২৭ টাকা ভাষান্তর : শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত
- গণস্বাস্থ্য সংকলন ১২ টাকা

সতুবদ্যির বই

- সতুবত্তির রোজনামচা (৪র্থ সংস্করণ) ১৪ টাকা
- মা নিষাদ ১৫ টাকা ● বাতুল দ্বাদশিকা ২০ টাকা
- রাঙা মাটির কড়চা ১৫ টাকা
- সতুবদ্যির উপাখ্যান ১৫ টাকা
- মদ ৪ টাকা প্রশ্ন উত্তরে মদের নেশা নিয়ে আলোচনা। তামাক ৪৳
- অধ্যাপক নুরুল ইসলাম প্রেসক্রিপশন ১২ টাকা
- রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য কলকাতা ১৫ টাকা
- প্রদীপ দত্ত আধুনিক ধাপ্পা : পারমাণবিক শক্তি ১২ টাকা
- মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি ৯ টাকা

ষাট-সত্তর দশকের নির্বাচিত গণসংগীত

সম্পাদনা : জলি বাগচি পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

- পারমাণবিক শক্তি আশীর্বাদ না অভিশাপ ২ টাকা
- সুস্বাস্থ্যের জন্য টনিক নয় খাদ্য চাই এক টাকা
- কাশি ১ টাকা ● ডাইরিয়া ১ টাকা

NOAM CHOMSKY ● Intervention In Vietnam & Central America : Parallels & Differences. Rs. 4/-

বাউলমন পরিবেশিত বাংলাদেশের গণ প্রকাশনীর বই

ডেভিড ওয়ারনার

- যেখানে ডাক্তার নেই (নিউজপ্রিণ্ট) দুখণ্ড একত্রে ২০ টাকা

যেখানে ডাক্তার নেই (সাদা কাগজ) দুখণ্ড একত্রে ৩৩ টাকা

- প্রয়োজনীয় ওষুধ ৬ টাকা

ডায়না মেল রোজ ● বাংলাদেশের দারিদ্র ও ওষুধ ৫ টাকা

আহমেদ হুমায়ুন

- আলেফমিয়ার পৃথিবী ১০ টাকা ● বীরশ্রেষ্ঠ ৭.৫০

ইয়েনেকা আরেন্স ইওস ফান ব্যুরদেন

- ঝগড়াপুর ১২ টাকা

গ্রাম বাংলার গৃহস্থ ও নারী বাংলা রূপান্তর : নিলুফার মতিন
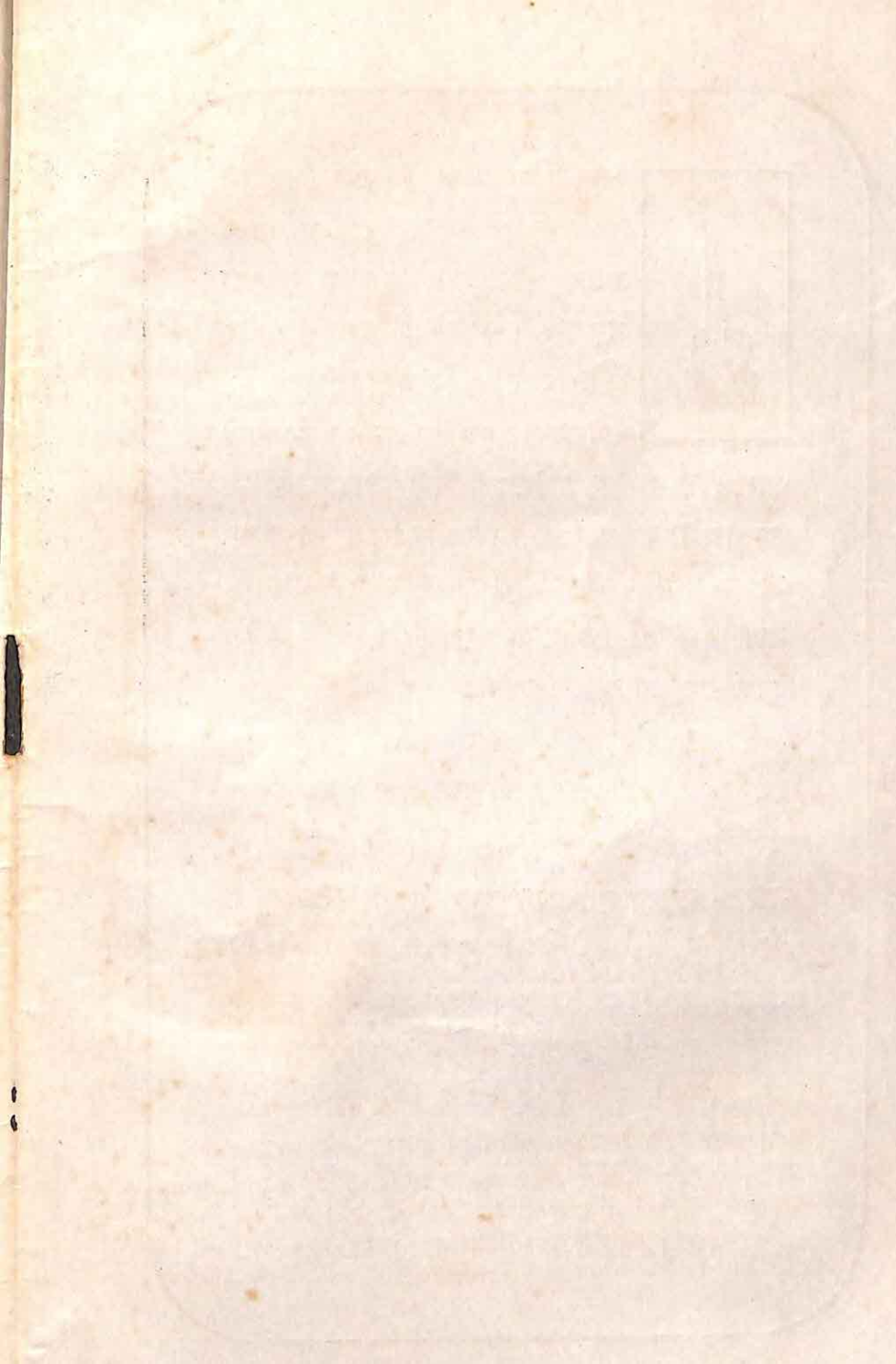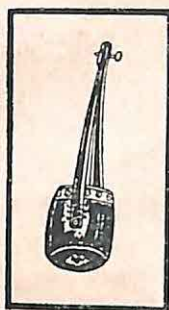
সুস্থতর এবং উচ্চতর চেতনার সংগ্রাম কি জীব সৃষ্টির শুরু থেকে? নাকি আমরা সূত্রপাত ধরবো চেতনারই যে আদিম চিহ্ন জড়েও রয়েছে সেখান থেকে। এই চেতনার বিকৃতি আদিম কাল থেকে চলে আসছে।- অসহনীয় এই জীবন সংগ্রাম থেকে সাময়িক অব্যাহতিই ছিল তার কারন। ব্যক্তি-স্বার্থ-ভিত্তিক, শ্রেনী-স্বার্থ-ভিত্তিক সমাজ যত অগ্রসর হয়েছে মানুষের এই আদিম দুর্বলতাকে ততই বেশী বেশী করে ব্যবহার করেছে সমাজের মালিকশ্রেনী। এই চেতনা বিকৃতির রূপ বহু।- নেশা যেমন তার আদিমতম রূপ, প্রযুক্তিবিদ্যা-ভিত্তিক প্রচার-যন্ত্র তেমনি তার আধুনিকতম রূপ।- সুতরাং সার্বিক সংগ্রাম শুধু নেশার বিরুদ্ধে নয়, এ সংগ্রাম সর্বপ্রকার চেতনা-বিকৃতির বিরুদ্ধে।- এ-সংগ্রাম শুধুমাত্র সুস্থ চেতনা রক্ষার সংগ্রামই নয়, ক্রমবর্ধমান বৃহত্তর এবং গভীরতর চেতনার সপক্ষে এ-সংগ্রাম।-